আমেরিকায় উদ্ভাবন পুরস্কার জিতলেন ইরানের ডা. করিমি

সারে-জমিন

কেঞ্জাকুড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেই রক্ষী, নেই আলোর ব্যবস্থাও

রূপসী বাংলা

ইউক্রেন যুদ্ধে কৌশল কাজে আসছে না

সম্পাদকীয়

চুঁচুড়ায় যুবক খুনে একসঙ্গে ৭জনকে ফাঁসির আদেশ

সাধারণ

৪২ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৯ নভেম্বর, ২০২৪
১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 322 ■ Daily APONZONE ■ 29 November 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 68 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

চিন্ময়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, জানাল ইসকন বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ইসকন বাংলাদেশের কেউ নন। তিনি ইসকন থেকে বহিষ্কৃত। তাঁর বক্তব্য ও কার্যক্রমের দায় ইসকনের নয়। বৃহস্পতিবার রাজধানীর স্বামীবাগে ইসকন বাংলাদেশের আশ্রমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা এসব কথা বলেন। ইসকন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ৩ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে ইসকন জানিয়ে দেয় যে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ইসকন বাংলাদেশের মুখপাত্র নন। তাই তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত। চারু চন্দ্র দাস আরও বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আইনজীবী হত্যার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা এবং চলমান আন্দোলনের সঙ্গে ইসকন বাংলাদেশের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। তাই চিন্ময় কৃষ্ণের কার্যকলাপের জন্য ইসকন বাংলাদেশকে নিষিদ্ধের দাবি যুক্তিযুক্ত নয়।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে জমিয়তের সমাবেশে জনজোয়ার

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে'র পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা ধর্মতলার রানী রাসমণি রোডে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই সমাবেশ থেকে একদিকে যেমন প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহারের জোরালো দাবি ওঠে, অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা,) নিষ্কলুষ জীবনাদর্শকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। এ দিন জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। দেশ তথা রাজ্যের সমগ্র মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ জানিয়ে হীনমন্যতা ত্যাগ করে মনোবল দৃঢ় করার আহ্বান জানান সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ দিন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে'র নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা সকাল থেকেই ভিড় জমান কলকাতায়। সভা শুরু হতেই কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ধর্মতলা চত্বর। রানী রাসমণি এভিনিউ সহ শহীদ মিনার চত্বর এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাস্তা ফাঁকা জায়গা কার্যত পরিপূর্ণ হয়ে যায় সমাবেশে অংশগ্রহণকারী প্রতিবাদী জনতার ভিড়ে।

ওয়াকফ সম্পত্তি কি, ওয়াকফ নিয়ে কোরআন হাদিসে কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় ওয়াকফ আইনে কি বলা হয়েছে আর বিজেপি সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইন দ্বারা কি কি পরিবর্তন আনতে চাইছে তা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হন।

তিনি তৃণমূল সরকারের নেতা এবং বিধায়ক তা স্মরণ করিয়ে দিয়েও ওয়াকফ নিয়ে কোনোরকম পিছিয়ে থাকবেন না বলেও স্পষ্ট জানান। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল রদ করতে প্রয়োজনে কাফন বেঁধে ময়দানে নামতেও প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দেন। বিজেপি সরকারকে নিশানা করে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'বিজেপির নাল পড়ছে ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য। আমাদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি।' তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'বিজেপি ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।' সমস্ত বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করার অনুরোধ জানান তিনি। সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'ওয়াকফ বিল মানব না, সেই আওয়াজ তুলতে আজ কলকাতায় এসেছি, আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তা রুখবো। কলকাতা সমাবেশ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিশ্ব দরবারে আমাদের আওয়াজ পৌঁছে দিতে চাই।' প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ এ প্রত্যাহারের দাবি সহ অন্যান্য দাবি সমূহের কথা উল্লেখ করে সিদ্দিকুল্লাহ বলেন, 'একটি অশুভ শক্তি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদের (সা:) প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করে দেশ তথা বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি চেষ্টা করছে যা একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।' এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আইন ও সংবিধান মেনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জোরালো আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ার দিয়ে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব পত্র পেশ করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী ওয়াকফ ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে বলেন, "আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকায় নজর রাখছি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, অতীতে এই বিল নিয়ে যা হয়েছে তা যেন লোকসভায় আবার না হয়।" আগামী ১৯শে ডিসেম্বর পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী ওয়াকফ ইস্যুতে কলকাতায় সমাবেশে ডাক দিয়েছেন বলেও এই সমাবেশ থেকে সকলকে জানিয়ে দেন। এ দিন সমাবেশ থেকে শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, "রাজ্যের শাসক দল লোকসভায় ওয়াকফ নিয়ে ওয়াকআউট করলে আমরা রাজ্য থেকে তৃণমূলকে ওয়াকআউট করব।" অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবার শরীফের পীরজাদা খোবায়েব আমিন প্রমুখ। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন রাজ্য জমিয়তে উলামা'র সাধারণ সম্পাক আব্দুস সালাম ক্বাসেমী।

সমাবেশের শেষ পর্যন্ত ধর্মতলা চত্বর ঠাসা ছিল মানুষের ভিড়ে, তিল ধরনের জায়গা ছিল না রানী রাসমনি এভিনিউয়ে। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে এদিন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে'র বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকরা ওই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তে উলামা'র সম্পাদক কাজী আরিফ রেজা বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে রেকর্ড সংখ্যক জমিয়তের কর্মী সমর্থকরা সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন।

মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই ওয়াকফ বিল: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলকে "ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী" বলে বর্ণনা করেছেন। বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, কেন্দ্র এই বিষয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করেনি। মমতা বলেন, বিলটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী। এটি একটি নির্দিষ্ট অংশকে কলঙ্কিত করার ইচ্ছাকৃত প্রয়াস। মুসলমানদের অধিকার হরণ করবে। ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যদি কোনও ধর্মকে আক্রমণ করা হয়, তাহলে তিনি মনেপ্রাণে তার নিন্দা করবেন।

উল্লেখ্য, বিতর্কিত বিলটি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ আমলে ওয়াকফ বিষয়গুলি একটি আইনের আওতায় আনা হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পরে এটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং ১৯৯৫ সালে আরও একটি সংশোধনী হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট লোকসভায় বিলটি পেশ করেছিল, মূলত এটি সংশোধন করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, এটা যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে ওয়াকফ ধ্বংস হয়ে যাবে।তিনি বলেন, কেন্দ্রের উচিত ছিল রাজ্যগুলির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা, কারণ সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের মতো এখানেও রাজ্য সংস্থা রয়েছে। আর এটি একটি আধা বিচার বিভাগীয় সংস্থা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিল একটি ধর্মের বিরুদ্ধে। ২৬ নভেম্বর আমরা সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী পালন করেছি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের ধর্ম। এই বিল সাম্যের মূল চেতনা এবং যে কোনও ধর্ম পালনের অধিকারের পরিপন্থী। মমতা দাবি করেন, মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের উন্নয়নের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি করেন মুসলিমরা। ওয়াকফের জমিতে স্কুল, হোস্টেল এবং হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরে বুলডোজার দিয়ে এই জমিতে বসবাসকারীদের সরানো হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

মমতার বক্তব্য, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাইয়াহ সবাই আমাদের বন্ধু। আমরা সবার জন্য, কোনো একক ধর্মের পক্ষে নই। তবে কোনো ধর্মে নির্যাতন হলে আমরা তার নিন্দা করি। আমার মনে হয় রাজনৈতিক কারণে ওয়াকফ সংশোধনী বিল করা হয়েছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: অসহায় দরিদ্র পরিবার। পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ভীনরাজ্যে ধানরোয়ার কাজে গিয়েছিলেন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের হিরন্ময়পুর এলাকার যুবক বিশ্বজিত মন্ডল(৩২)।সেখানে এক পথ দুর্ঘটনা তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর হিরন্ময়পুরের যুবক বিশ্বজিত মন্ডল অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়েছিলেন ধানরোয়ার কাজ করতে।মঙ্গলবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাস্তা পারাপার হয়ে শৌচালয়ে যাচ্ছিলন। সেই সময় রাতের অন্ধকারে একটি গাড়ি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয়। ঘাতক গাড়ির চালক ওই পরিযায়ী শ্রমিক কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পরিযায়ী শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষনা করেন।দেহটি ময়না তদন্তের পর অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দেহটি ঝড়খালিতে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খবর দেওয়া হয় ঝড়খালি কোষ্টাল থানায়।পুলিশের তরফে এমন খবর হিরন্ময়পুর গ্রামে মন্ডল পরিবারের কাছে পৌঁছায়।শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি দল উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আমতা ও উদয়নারায়ণপুরে বৃহস্পতিবার সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্পের কাজ এবং বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্ণধার মিঃ হিউপ এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের কর্ণধার ডেভিড জিনটিন, সেচ দপ্তরের অ্যাডিশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর চার কর্তা কল্যাণ দে, অ্যাডিশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর-১ মৃণাল রায়, হাওড়া সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কেঞ্জাকুড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেই নিরাপত্তা রক্ষী, নেই আলোর ব্যবস্থাও

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: হাসপাতালে নেই নিরাপত্তারক্ষী, নেই আলোর ব্যবস্থা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে বহিরাগত আর মদ্যপদের মুক্তাঞ্চলে পরিনত হয় বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবহৃত নার্স-চিকিৎসকদের কোয়ার্টার গুলি, এমনটাই অভিযোগ। কোথাও পড়ে রয়েছে একাধিক মদের বোতল, প্লাষ্টিকের গ্লাস, কোথাও বা অন্যান্য নেশার দ্রব্য। স্থানীয় ও কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের দাবি, এই ছবিটা নতুন কিছু নয়, দীর্ঘদিন ধরেই সন্ধ্যা নামলেই হাসপাতালের অব্যবহৃত কোয়ার্টার গুলিতে মদ-জুয়ার আড্ডা বসে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক-স্বাস্থ কর্মীদের করার কিছুই নেই। বহিরাগতদের মুক্তাঞ্চল হয়ে পড়েছে এই এলাকা। এই অবস্থায় প্রশাসনকে আরও বেশী কড়া হতে হবে বলে তারা জানিয়েছেন। ডেপুটি সি. এম.ও.এইচ-৩ ডাঃ সজল বিশ্বাস এবিষয়ে বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। তবে আর.জি কর ঘটনার পর আদালতের নির্দেশে হাসপাতাল গুলি থেকে সিভিক ভল্যান্টিয়ার তুলে নেওয়া হয়েছে। ওই জায়গায় পুলিশ কর্মী নিয়োগের কথা। চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর কথা বলবে বলে তিনি জানান।

বোনের বিয়ের খরচ মেটাতে সৌদিতে পাড়ি, সেখানেই মৃত্যু ভাইয়ের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: সৌদি আরবে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক যুবক শ্রমিকের। নিয়ন্ত্রণ হীন লরির চাকায় পিষে মৃত্যু হয় ঐ শ্রমিকের। গত মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে সৌদি আরবের জেদ্দা শহর এলাকায়। ঘটনার পর বুধবার মৃত্যুর খবর পৌছায় গ্রামের বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার সলুয়া বিলধারী পাড়া এলাকায়। তারপরেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা। পরিবার সূত্রে খবর, মাস আষ্টেক আগে বাড়ি ঘর ছেড়ে সৌদি আরবে পাড়ি দেই সলুয়া এলাকার যুবক গোলাম মোস্তফা সেখ ওরফে জাহির। মাত্র ২১ বছর বয়সেই সৌদি আরবে পাড়ি দেই সে। পরিবারের বড় ছেলে সমস্ত দায়িত্ব কাধে নিয়ে হাল ধরতেই বিদেশে পাড়ি দেই। কিন্তু দূর্ঘটনায় সব আশা শেষ হয়। জাহিরের বাবাও বিগত প্রায় ছয় বছর আগে মুম্বাইয়ে কাজে যায়। সেখানে গিয়ে তারোও দূর্ঘটনায় পায়ে গুরুতর চোট পায়। তাতে অক্ষম হয়ে পড়ে সে। তারপর থেকেই বড় ছেলে জাহির সমস্ত দায়িত্ব কাধে নেই। ঋণ করে একটি কোম্পানির ভিসাতে সেখানে সাফাই কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। দূর্ঘটনার আগ পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক ছিল। কিন্তু দূর্ঘটনার পর বড় ছেলেকে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন তার বাবা। স্থানীয় সূত্রে খবর, অভাবের সংসারে বাড়ি ঘর না থাকায় সরকারি আবাস যোজনা প্রকল্পে একটি ঘর পায়।আরোও কিছু টাকা জোগাড় করে ঘর কোনো মতে করা হয়। তারপরে তিন বোনের বিবাহের জন্যেই মুলত সৌদি পাড়ি দেন জাহির। কিন্তু বোনের বিয়ে দেবার আগেই দূর্ঘটনায় পরপারে চলে গেলেন যুবক। এখন দেহ ফেরানোর জন্য সরকারি সহযোগিতার আবেদন স্থানীয়দের। জানা গেছে, সেখানকার ঐ কোম্পানির মারফৎ দেহ ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এলাকার জনপ্রতিনিধি সূত্রে জানাগেছে, সলুয়া এলাকার আশি শতাংশ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক। এলাকায় কাজ না থাকায় ভিনরাজ্য এবং ভিনদেশে পাড়ি দিতে হয়। এ সমস্যা সমাধান হবে কবে তা অজানা সকলের। মৃতদেহ কবে বাড়িতে এসে পৌঁছাবে সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পরিবারের লোকজন।

আমরা চাই বাংলাদেশে মন্দির, মসজিদ দুটিই থাক: মমতা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: আমরা কোন ধর্মের উপর বর্ণের ওপর আক্রমণকে সমর্থন করি না। আমরা চাই মন্দিরও থাকুক মসজিদে থাকুক। গত এক বছর ধরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার রেশ এখনো চলছে। আমরা কোন ঘটনাকেই সমর্থন করছি না। যা ঘটেছে তা চরম নিন্দনীয়। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ড থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি বলেন, এটি দুটি দেশের ব্যাপার। ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার পরস্পরের মধ্যে কথা বলবেন। এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যুক্ত করা হয় না। আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি না। তিস্তা চুক্তি যে হয়ে গেছিল তাও আমরা পরে জেনেছি। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ওটি একটি আলাদা দেশ। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি আলাদা দেশ। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের এ বিষয়ে স্পষ্ট স্ট্যান্ড হল এই ধরনের ঘটনায় ভারত মন্ত্রকের যে সিদ্ধান্ত হবে তাকে তৃণমূল কংগ্রেস যখন যে সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবে তাকে সমর্থন করবে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন কোন ধর্মের ওপর ,কোন বর্ণের ওপর ,কোনো জাতির ওপর অত্যাচার আমরা মানি না। আমরা সবাই এক। সেই হিন্দু হোক অথবা মুসলমান, অথবা বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ যেমন আমাদের ভালোবাসে আমরা ভারত বর্ষ বাংলাদেশকে ভালবাসি। বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গকেও ভালোবাসে। কারণ দুটি দেশের মধ্যে ভাষা বর্ণ সমস্ত কিছুর মিল রয়েছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে কিন্তু গত এক বছর ধরে যা ঘটেছে এবং বর্তমানে যা ঘটছে তার কোনটাকেই আমরা সমর্থন করি না। আমরা কখনোই কারোর ওপর আক্রমণ হোক এটা চাই না। ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটাই আমরা জানি। আমাদের যেরকম পশ্চিমবঙ্গ সরকার রয়েছে তেমনি দেশের কেন্দ্র সরকারও আছে। তারাই এ বিষয় সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা চাই মন্দির মসজিদ দুটি'ই থাক।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপের প্রচেষ্টা চোখে দৃষ্টি ফিরে পেল শিশু পড়ুয়া ইউসুফ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: জন্ম থেকেই এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছিল একরত্তি ইউসুফ আলী শেখ। দেখতে দেখতে কেটে যায় ১০ টা বছর। বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ইউসুফ। একটা সময় ইউসুফের চোখ আর ভালো হবে না বলেই ধরে নিয়েছিলেন পরিবার, কিন্তু অবশেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন রায়ের প্রচেষ্টায় ভাগ্যের চাকা খুলল ছোট্ট ইউসুফের। নদীয়ার শান্তিপুর গোপালপুর তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রোজিনা বিবির কোন রকমে সংসার চলে। স্বামী পেশায় দিনমজুরে। ইউসুফ জন্মগ্রহণের পরেই তার ডান চোখ দৃষ্টিহীন ছিল, এরপর ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে আরো অবনতি হয় চোখের। হালকা রশ্মি ছাড়া কিছুই দেখতে পারত না সে। বাড়ির ঢিল ছড়া দূরত্বে রয়েছে কাজী নজরুল বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানে বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। পরিবারের দরিদ্রতার কারণে ইউসুফকে ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারেনি মা রোজিনা বিবি। গত কয়েকদিন আগে ওই বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়, সেখানেই ইউসুফের চোখ দেখে চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন এখনো সময় আছে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পারে ইউসুফ। সেই মতো প্রধান শিক্ষকের একাধিকবার প্রচেষ্টায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর ফুলিয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকের কাছে। তার পরামর্শতেই শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়। গত মঙ্গলবার বিরল অস্ত্রোপচার করে শান্তিপুর হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রদীপ কুমার দাস। হয় সফল অস্ত্রোপচার। বর্তমানে দুটি চোখে সমান ভাবে দেখতে পাচ্ছে ইউসুফ। ছেলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়াতে এখন বিজয় খুশি ইউসুফের মা রোজিনা বিবি ও তার বাবা।
তবে এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর হাসপাতালের সুপার তারক বর্মন বলেন, এই ধরনের অস্ত্রোপচার বড় বড় মেডিকেল কলেজে হয়ে থাকে। মফস্বলের সরকারি হাসপাতাল গুলিতে পরিকাঠামো না থাকায় বিরল অস্ত্রোপচার ঝুঁকিপূর্ণ হয়, কিন্তু ইউসুফ নতুন করে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়াই আমরা প্রত্যেকটি চিকিৎসক খুশি, কারণ জন্মগত দৃষ্টি শক্তি হারানো মানে তাকে অন্ধত্ব বলা হয়ে থাকে। আগামী দিনে শিশুটির যাতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় সেই কামনা করি।

মহকুমা আদালত পরিদর্শন জেলা অতিরিক্ত বিচারপতির

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আবারো মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল মহকুমা আদালত পরিদর্শনে আসলেন জেলা অতিরিক্ত বিচারপতি।
২০১৮ সালে আদালত বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয় তার পরে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয় প্রায় দু বছর আগে তার পরেও ডোমকল মহকুমা আদালত চালু হয়নি সেই আদালত পরিদর্শনে এসেছে একাধিক বার জেলা আদালতের বিচারপতি সহ হাই কোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের দল।তার পরেও শুধুই আশ্বাস মিলেছে আদালত চালু হবে হবে কিন্তু আদতেও ডোমকল মহকুমা আদালত আজও চালু হয়নি,আবারও বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ বহরমপুর জেলা আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি ডোমকল মহাকুমা আদালত পরিদর্শনে আসেন।আদালত পরিদর্শন শেষে জেলা আদালতের অতিরিক্ত বিচারপতি বলেন খুব তারাতারি আদালত চালু হবে বলে আশ্বাস দেন এদিন।পাশাপশি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জন্য আদালত চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।তবে আদালত চালু হলে অনেক উপকৃত হবেন মহকুমা বাসী।আদালতের কাজের জন্য শুধু বহরমপুরে যেতে হয় প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে।তার কারণে অনেক সমস্যার মধ্য পড়তে হয় মহকুমা বাসীদের।সকালে উঠে বেরিয়ে পড়তে হয় আদালতের কাজের জন্য ফিরতে ফিরতে আবার সন্ধ্যা হয়ে যায় তাই আদালতের কাজে বেরোলে আর পরিবারের কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না।যদি মহকুমা আদালত চালু হয় তাহলে সেই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন মহকুমা বাসী।এখন দেখার আদোতেও কি আদালত চালু হয় না শুধুই পরিদর্শন চলতে থাকবে। এদিনের আদালত পরিদর্শনে জেলা অতিরিক্ত বিচারপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডোমকল বার এ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবী গণ।

নদী খাল সংস্কারের দাবিতে ডেপুটেশন

সন্ন্যাসী কাউরী ● মেদিনীপুর

আপনজন: অবিলম্বে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত শীলাবতী ও কংসাবতী নদী সংস্কার, চন্দ্রেশ্বর খালকে শীলাবতীর সাথে সংযুক্তিকরণ, ডেবরার জগন্নাথপুরের ঝাপা বা এসকেপ বাঁধা, ভেঙে যাওয়া সমস্ত নদীবাঁধ গুলি পাকাপোক্তভাবে নির্মান সহ বিভিন্ন দাবীতে মেদিনীপুরের সেচ দপ্তরে ডেপুটেশন দিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন সংগ্রাম কমিটি। পক্ষ থেকে আজ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। এছাড়াও প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর মাইতি,সুধীর চন্দ্র বাকলি,ভীম চন্দ্র মান্না,পঙ্কজ কুমার দেব,মদন চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ। সেচ দপ্তরের সুপার ও এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ৯ দফা দাবি সহ স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। আধিকারিকগন আগামী বর্ষার পূর্বে শীলাবতীর নিম্নাংশের ২৩ কিমি, ওল্ড কাঁসাইয়ের ১০ কিমি, কাঁকি ও পলাসপাই নদী এবং শোলাটপা খাল সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে জানান।

ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ মুন্সী পেলেন মৌলানা আজাদ পুরস্কার

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১৩৬ তম জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয় মাদ্রাসা পর্ষদের আবুল কালাম আজাদ ভবনে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপ্রচলিত শক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিভাগ মন্ত্রী মোঃ গোলাম রব্বানী, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ এর মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘ বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ওবায়দুর রহমান, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হুসেন,রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপারসন ড. মমতাজ সংঘমিত্রা, মাদ্রাসা পর্ষদ সচিব শেখ আব্দুল মান্নাফ আলী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ । এছাড়া বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি শোভা বর্ধন করে। পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপারসন শহীদুল্লাহ মুন্সীকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ২০২৪ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বেগম রোকেয়া পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হয় যোগমায়া দেবী কলেজকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন পর্ষদ সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন।
পর্ষদ সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কর্মময় জীবন, সংগ্রাম, স্বপ্ন, লক্ষ্য, মিশন ও ভিসানের প্রতি আলোকপাত করে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট সমাজকর্মী বর্ণালী মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পর্ষদ উপসচিব ড. আজিযার রহমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মৎস্যজীবী সংগঠনের দাবি নিয়ে জলপথে অভিযান

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: জল বাঁচাও মাছ বাঁচাও মৎস্যজীবী বাঁচাও এই দাবিকে সামনে রেখে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবীর ফোরামের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দিন কুলপি টেংড়ার চর এলাকায় একটি সভা করা হয়। মূলত এই সংগঠন ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করেছেন যার মধ্যে আজকের তৃতীয় দিনে পরল। মূলত তাদের এই কর্মসূচি নৌযাত্রা। দক্ষিণের সুন্দরবন এলাকার বহু মৎস্যজীবী জীবন নির্ধারণ হয় এই মাছ ধারাকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে তাদের নির্দিষ্ট কোন অধিকার নেই যখন তখন সরকারের পক্ষ থেকে আইনি জটিলতা ও ট্রলিং এ মাছ ধরার ফলে তাদের অনেক সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। মূলত তাদের দাবি সরকারকে এই ছোট মৎস্যজীবীদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকার দিতে হবে মাছ ধরার ক্ষেত্রে। আর এই দাবিকে সামনে রেখে কুলপির টেংরা চর এলাকায় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে এই সমাবেশ হয় আগামী দিনে তারা একে একে প্রত্যেকটি জেলা হয়ে ফারাক্কা পর্যন্ত এই দাবিকে সামনে রেখে এই ভাবেই ছোট মৎস্যজীবীদের নিয়ে সমাবেশ করবেন। এই নদী পথ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা সমাবেশ করবে বলে জানিয়েছেন। এদিন এই আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন আফতার মল্লিক (দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক) মিলন দাস (দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক) রবিন চ্যাটার্জী (অল ইন্ডিয়া মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক)।

ন্যাক প্রতিনিধি দল জিয়াগঞ্জের শ্রীপৎ সিং কলেজে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভারত সরকারের ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশে ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় জাতীয় মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন পরিষদ বা ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড অ্যাক্রিডেশন কাউন্সিল। সংক্ষিপ্ত আকারে ন্যাক হিসেবে পরিচিত এই সংস্থা বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করে থাকে। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কে তাদের পরিকাঠামো, শিক্ষার মান সহ বহু বিষয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে গ্রেড নির্ধারণ করে ওই সংস্থা। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম সারির কলেজ গুলির মধ্যে অন্যতম জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ। চলতি বছরে ৭৫ বর্ষ অতিক্রম করেছে এই কলেজ।
বুধবার এবং বৃহস্পতিবার শ্রীপৎ সিং কলেজে পর্যবেক্ষণ, পরিকাঠামো মূল্যায়ন করতে উপস্থিত হয় ন্যাক এর প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ন্যাক এর চেয়ারপারসন ড. শিল্পী বর্মা, ন্যাক সদস্যা ড. তনুজা রাউত, ড. সমীরা বেহেরা সহ অন্যান্যরা। বুধবার কলেজের বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তারা। কথা বলেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, প্রাক্তনী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকদের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার পরিকাঠামোর বিষয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা করার পর শেষ হয় ন্যাক প্রতিনিধি দলের পর্যবেক্ষণ। কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে কলেজ পড়ুয়া, ভালো ফলাফল হওয়ার আশা সকলের।

১৩ হাজার শীতবস্ত্র বিলি করবে শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এ বছরও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র পক্ষ থেকে ১৩ হাজার মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। এদিন সেই উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভা থেকে ওই কর্মসূচির মুখ্য উদ্যোক্তা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'আগামী ৮ ই ডিসেম্বর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হইয়াছে । ছেলেদের জন্য ৫ হাজার শাল এবং মহিলাদের জন্য ৮ হাজার কার্ডিগান বিতরণ করা হবে। উপস্থিত থাকবেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ একাধিক মন্ত্রী বিধায়ক।' নারায়ণ ঘোষ আরও বলেন, 'বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় ৩২ টি ট্রেড ইউনিয়নের খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিকদের হাতেও এই শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে।' এই মানবিক উদ্যোগের কারণ জানতে চাওয়া হলে নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে সারা বছরই আমরা খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের পাশে থাকি। জোর শীত আসার আগে এবার ১৩ হাজার শীতবস্ত্র উপহার হিসেবে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে আরও একবার সেই বার্তাই দেওয়া হবে।'

এএম ইসলামিক মিশনে...

আপনজন: সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের বলগোনায় এ এম ইসলামিক মডেল মিশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। তাতে হাজির ছিলেন পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী, শিল্পপতি আব্দুল জব্বার, শিল্পপতি আব্দুল হাকিম, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, নাইয়ার আলম, আতাউর রহমান, আব্দুর রহমান, রেজাউল করিম, আনসার খান, সেখ কাজল, আবিদ হোসেন মণ্ডল, কাজী এনামুল হক প্রমুখ।

প্রথম নজর

আমেরিকায় উদ্ভাবন পুরস্কার জিতলেন ইরানের ডা. করিমি

আপনজন ডেস্ক: সিলিকন ভ্যালি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেস্টিভ্যালে (এসভিআইআইএফ ২০২৪) অসাধারণ সাফল্য লাভ করলেন বিশিষ্ট ইরানি দন্তচিকিৎসক ও আবিষ্কারক ডাঃ মোহাম্মদরেজা করিমি।
২৬ থেকে ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আমেরিকার সবচেয়ে বড় এই উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে তিনি একটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্য পদক জিতেছেন। অসামান্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এই মর্যাদা লাভ করেন। এসভিআইআইএফ ২০২৪ এ বছরের সেরা তিনটি আবিষ্কারকে অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক। সম্মানিত বিচারকদের একটি প্যানেল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মানদণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন করে এই পুরস্কার ঘোষণা করে। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) এর সহায়তায় ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইনভেনটরস অ্যাসোসিয়েশন (আইএফআইএ) বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত এই উৎসবের আয়োজন করে।

১৬ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ অস্ট্রেলিয়ায়

আপনজন ডেস্ক: ১৬ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটির সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেট বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) এই আইনের অনুমোদন দিয়েছে। এটি অন্তত আগামী এক বছর পর কার্যকর করা হবে। যে প্রযুক্তি কোম্পানি এই আইন ভঙ্গ করবে তাদের অন্তত ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা করা হবে। -বিবিসি
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বলেছেন, 'ক্ষতিকর' সামাজিক মাধ্যম থেকে শিশুদের রক্ষায় এই আইন প্রয়োজন। তার এই মতকে দেশটির অনেক বাবা-মা ই সমর্থন করেন। তবে সমালোচকরা বলছেন এই নিষেধাজ্ঞা কীভাবে কার্যকর করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। এছাড়া প্রাইভেসি এবং সামাজিক সংযোগের ওপর এটির প্রভাব কেমন হবে সেটিও স্পষ্ট নয়। গত সপ্তাহে সংসদের নিম্নকক্ষে আইনটি উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ। ওই সময় তিনি বলেন, "এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আমরা চাই তরুণ অস্ট্রেলিয়ানরা সত্যিকার অর্থে একটি শৈশব পাক। আমরা চাই বাবা-মায়েরা যেন শান্তি পান।" এই আইনে উল্লেখ করা হয়নি কোন কোন সামাজিক মাধ্যম নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। এই সিদ্ধান্তগুলো পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী নেবেন। এক্ষেত্রে ই-নিরাপত্তা কমিশনারের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন তিনি। তবে গ্যামিং এবং ম্যাসেজিং প্লাটফর্মগুলো নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। এছাড়া ইউটিউবের মতো যেসব সাইটে অ্যাকাউন্ট ছাড়াই প্রবেশ করা যায় সেগুলোও হয়ত নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। সমালোচকরা আরও বলছেন, এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ভিপিএন ব্যবহার বেড়ে যেতে পারে। কারণ অস্ট্রেলিয়ার যে কেউ ভিপিএন ব্যবহার করে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সহজে প্রবেশ করতে পারবেন। এছাড়া বয়স যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সরকার যেসব প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে সেগুলোও ঠিক মতো কাজ করবে কি না সেটিও নিশ্চিত নয়।

ব্যাংক অব উগান্ডায় সাইবার হামলা, ১৭ মিলিয়ন ডলার চুরি

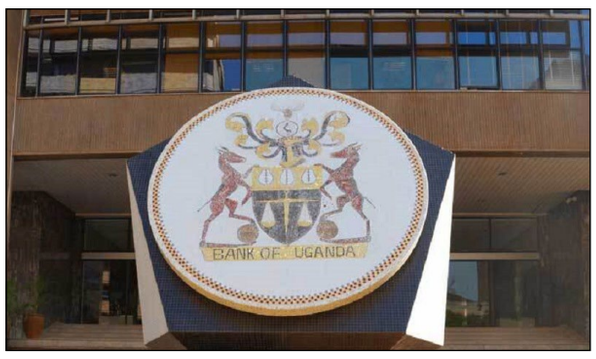

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সাইবার হামলা চালিয়ে ৬ হাজার ২০০ উগান্ডান শিলিং (প্রায় ১ কোটি ৬৮ লাখ মার্কিন ডলার) চুরি করেছে হ্যাকাররা।
দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র নিউ ভিশনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ওয়েস্ট' নামে পরিচিত একটি হ্যাকার দল এই সাইবার হামলা চালিয়েছে। দলটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াভিত্তিক। তারা চুরি করা অর্থের একটি অংশ জাপানে স্থানান্তর করেছে।
নিউ ভিশন আরো জানিয়েছে, ব্যাংকটি চুরি যাওয়া অর্থের অর্ধেকেরও বেশি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে ব্যাংক বা উগান্ডার পুলিশ এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। এই ঘটনার পর উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়েরি মুসেভেনি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
অন্যদিকে, দেশটির স্বতন্ত্র সংবাদপত্র ডেইলি মনিটর দাবি করেছে, চুরির ঘটনায় হ্যাকারদের সঙ্গে ব্যাংকের কর্মীদের যোগসাজশ থাকতে পারে। উগান্ডায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সাইবার চুরির ঘটনা আগেও ঘটেছে। তবে, গ্রাহকদের আস্থা সংকটের আশঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠানই এসব ঘটনা প্রকাশ্যে আনতে চায় না বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মিয়ানমারের জান্তা প্রধানের বিরুদ্ধে আইসিসিতে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার অভিযোগে আইসিসির প্রসিকিউটর করিম খান এই আবেদন করেছেন। গত সপ্তাহে করিম খানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি। এই পরোয়ানা জারির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক চাপের মুখে আছেন তিনি। তিন বিচারক নিয়ে গঠিত আইসিসির একটি প্যানেল মিয়ানমারের জান্তা প্রধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারা দেখবেন মিয়ানমারের জান্তা প্রধানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মতো 'উপযুক্ত কারণ' আছে কি না।
মিয়ানমারের এই জেনারেলের নেতৃত্বে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে। এছাড়া লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
প্রসিকিউটরের আবেদনের পর আইসিসির বিচারকরা গ্রেফতারি পরোয়ানার ব্যাপারে কখন সিদ্ধান্ত নেবেন সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নেই। তবে সাধারণত এমন আবেদনের তিন মাসের মধ্যে বিচারকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।
প্রসিকিউটরের অফিস বিবৃতিতে জানিয়েছে, মিয়ানমারের জান্তা প্রধানের বিরুদ্ধে বিস্তৃত, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের পর তারা তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির অনুরোধ জানিয়েছে।
মিয়ানমারের আরও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারির আবেদন করা হবে বলে উল্লেখ করেছে প্রসিকিউটরের অফিস।
২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা।
জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গণহত্যার উদ্দেশ্যে' রোহিঙ্গাদের ওপর এসব নির্যাতন চালানো হয়েছিল। মিয়ানমার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য নয়। তবে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে আদালতটির বিচারকরা বলেছিলেন, মিয়ানমারের এই অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার তাদের আছে। কারণ মিয়ানমারের প্রতিবেশী বাংলাদেশ এই আদালতের সদস্য। আর যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হয়েছে।
আইসিসি গত পাঁচ বছর ধরে রোহিঙ্গা নির্যাতন নিয়ে তদন্ত করছে। তবে মিয়ানমারে আদালতের প্রসিকিউটরকে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তদন্ত বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এরমধ্যে আবার ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশটির নেত্রী অং সান সুচিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন সেনাপ্রধান। এরপর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়। সুচিকে ক্ষমতাচ্যুত এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে তদন্ত প্রক্রিয়া আরো বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

১১৭ বছরের মধ্যে রেকর্ড তুষারপাত সিউলে, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: রেকর্ড ভেঙেছে দক্ষিণ কোরিয়ার তুষারপাত। ১১৭ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম নভেম্বরে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়েছে দেশটির রাজধানী সিউলে। অতিরিক্ত শীতে এরইমধ্যে চারজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। বৃহস্পতিবার সিউলের কিছু অংশে স্থানীয় সময় সকাল ৮টার মধ্যে ৪০ সেন্টিমিটারের (১৬ ইঞ্চি) বেশি তুষার জমেছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে ভারী ও রেকর্ড তুষারপাতের কারণে সিউলে ১৪০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে ফেরি ও ট্রেন চলাচল। সিউলের পাশাপাশি প্রদেশ গেয়ংগিতেও বৃহস্পতিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বুধবার তুষার চাঁপা পরে সিউল গল্ফ রেঞ্জে একজন মারা যায় এবং দু'জন আহত হয়। এছাড়া আর একজন গাড়ি পার্কে একটি প্রতিরক্ষামূলক তাঁবু ধসে মারা যায়। অতিরিক্ত তুষারপাতে রাজধানীর পূর্বদিকের মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত আরও দুজন নিহত হয়েছে।

সিরিয়ায় সেনা ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত প্রায় ১০০

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার উত্তর আলেপ্পো প্রদেশে সেনা ও বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ১০০ জন নিহত হয়েছে। সংঘর্ষে সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়েত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) এবং তাদের মিত্র বাহিনী সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্তত ১০টি এলাকা দখল করে নিয়েছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের (এসওএইচআর) বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার একটি বৃহৎ এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী এইচটিএস গতকাল বুধবার অভিযান চালানোর পর সংঘর্ষে প্রায় ১০০ যোদ্ধা ও সেনা নিহত হয়েছেন। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের (এসওএইচআর) সঙ্গে কাজ করা কর্মীরা জানান, এইচটিএসের ৪৪ জন সদস্য এবং মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীর ১৬ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন পদমর্যাদার কমপক্ষে চার কর্মকর্তাসহ (সিরিয়ান) শাসক বাহিনীর ৩৭ জন সদস্য নিহত হয়েছেন। শাসক বাহিনীর পাঁচ সদস্যকে বন্দি করা হয়েছে। অস্ত্রের ভাণ্ডার, সাঁজোয়া যান, মেশিনারিজ এবং ভারী অস্ত্রও দখলে নেয়া হয়েছে। মনিটরিং গ্রুপটি আরো বলেছে, সংঘর্ষে শিশুসহ বেসামরিক লোকজন নিহত ও আহত হয়েছে। সংঘর্ষের সময় সিরিয়ার সেনাবাহিনী শত শত শেল ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, এইচটিএস যোদ্ধারা এবং তাদের সহযোগীরা আলেপ্পো শহরের উপকণ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) এবং নুবল ও জাহরা এলাকা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেখানে দুটি প্রধান শিয়া শহরে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ গ্রুপের শক্তিশালী সশস্ত্র উপস্থিতি রয়েছে। এইচটিএস বাহিনী আলেপ্পোর পূর্বে আল-নায়রাব বিমানবন্দরেও আক্রমণ করেছে, সেখানে ইরানপন্থি যোদ্ধাদের ফাঁড়ি রয়েছে।
সিরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা এই সংঘর্ষের খবর দেয়নি। তবে সরকারপন্থী ওয়েবসাইটগুলো বলেছে, সেনাবাহিনী এইচটিএসের গোপন আস্তানায় গুলি চালিয়েছে এবং কয়েক ডজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত লেবাননে ফিরতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ১৪ মাস পর ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ায় নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরতে শুরু করেছে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ যেথভাবে ঘোষণা দেয়ার পর বুধবার ভোরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এরপরেই দক্ষিণ লেবাননে বেসামরিক লোকজন নিজ বাড়ি-ঘরে ফিরতে শুরু করেন। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাজারো মানুষের ঢল দক্ষিণ লেবাননের দিকে ফিরে যেতে দেখা গেছে। সে সময় অনেকেই বিজয়ের প্রতীক দেখাচ্ছিলেন। বাড়ি ফিরতে পারায় নিজেদেরকে জয়ী বলেই মনে করছেন। এছাড়া লেবাননের বেশির ভাগ মানুষই এই যুদ্ধবিরতিকে নিজেদের বিজয় বলে উল্লেখ করেন। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এখনও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান করছে। সে কারণে লেবানন এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে লোকজনকে দক্ষিণ দিকে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক অবস্থানে থাকতে বলা হয়েছে। তবে লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরি ওই এলাকার লোকজনকে নিজেদের বাড়ি-ঘরে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে। তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে নিজেদের বাড়ি-ঘরে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। টেলিভিশনে দেয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, ধ্বংসস্তুপের ওপরে বসবাস করতে হলেও নিজেদের ভূমিতে ফিরে আসুন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের কয়েকজন মন্ত্রীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের হবু প্রশাসনে মন্ত্রী পদে মনোনয়ন পাওয়া বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও হোয়াইট হাউস দলের একাধিক সদস্যকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। মঙ্গলবার রাত ও বুধবার সকালে এ হুমকি দেওয়া হয়। এছাড়াও ভুয়া ফোনকল করে বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে হয়রানি করারও হুমকি দেওয়া হয়েছে।
এফবিআই জানিয়েছে, বোমা হামলা এবং সোয়াটিংয়ের এমন বেশ কয়েকটি হুমকির বিষয়ে তারা অবগত। হুমকিগুলোকে তারা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখছে এবং পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, নিউইয়র্ক রাজ্যের রিপাবলিকান ও জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসাবে মনোনীত এলিস স্টেফানিক বোমা হামলার হুমকি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি তাকে জানানো হয়েছে। এ সময় তিনি তার স্বামী ও তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে থ্যাংকসগিভিং পালন করতে ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্কে আসছিলেন।
ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতিসংক্রান্ত (ট্রানজিশন) দলের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিত বলেন, ট্রাম্পের মনোনীত ব্যক্তি ও তাদের সঙ্গে বসবাস করা ব্যক্তিরা সহিংস ও অ-আমেরিকান হুমকির লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। তিনি বলেন, মনোনীতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন প্রয়োগকারীরা কাজ করেছে।
একই ধরনের হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্পের প্রশাসনের কৃষিমন্ত্রী পদে মনোনয়ন পাওয়া ব্রুক রোলিন্স, আবাসনমন্ত্রী পদে মনোনীত স্কট টার্নার ও শ্রমমন্ত্রী পদে মনোনীত লোরি শাভেজ-ডিরেমার। হুমকি পেয়েছেন ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ম্যাট গেটজ। তুমুল বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে তিনি সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
বোমা হামলার বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হুমকির ঘটনাগুলো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জানানো হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

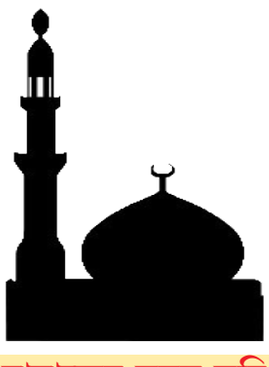

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৪	৫.৫৯
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

অস্ত্র কারখানা সম্প্রসারণ করছে উত্তর কোরিয়া

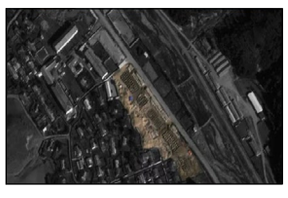

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র তৈরির কারখানা সম্প্রসারণ করছে বলে ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই কারখানায় এমন একটি স্বল্প-পাল্লার মিসাইল তৈরি হয় যা রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের জেমস মার্টিন সেন্টার ফর ননপ্রলিফারেশন স্টাডিজের (সিএনএস) সহকারী গবেষক স্যাম লেয়ার জানিয়েছেন, এটি একমাত্র স্থাপনা যেখানে হওয়াসং-১১ ক্লাসের সলিড-ফুয়েল ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করা হয়।

ইসরায়েলকে ৬৮০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দিচ্ছেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের কাছে আরো ৬৮ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র। প্রাথমিক বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আলাপের মধ্যেই এই অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েল ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর মধ্যে বাইডেনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেওয়ার পরদিনই এই অস্ত্র বিক্রি চুক্তির খবর সংবাদমাধ্যমে আসে। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যেও একই ধরনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছাতে নতুন করে চেষ্টা চালানোরও অঙ্গীকার করেছেন তিনি। যদিও বাইডেন অনেকবার এ ধরনের অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। অস্ত্রের এই প্যাকেজ চূড়ান্ত করা নিয়ে কয়েক মাস ধরে কাজ চলছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কমিটি এটি যাচাই-বাছাই করে এবং আরও বিস্তৃত পরিসরে পর্যালোচনার জন্য অক্টোবর মাসে তা জমা দেয়। বাইডেন প্রশাসন প্যাকেজটির প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে। সর্বশেষ এই অস্ত্রের চালানোর মধ্যে রয়েছে কয়েক শ' বোমা ও সাধারণ বোমাকে লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে হামলার উপযোগী করে তোলার কয়েক হাজার সরঞ্জাম। সংঘাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্র অবস্থান তুলে ধরেছে। দেশটি এক দিনে যুদ্ধবিরতির আলোচনা এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করছে।

ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের হাজারো নেতাকর্মী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের প্রায় ১ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ইসলামাবাদ পুলিশ। পিটিআই নেতা ইমরানের মুক্তির দাবিতে রাজধানী ইসলামাবাদে বিক্ষোভের ঘটনায় তিনদিনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার ইসলামাবাদ পুলিশ এই তথ্য জানায়।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা রাজধানীতে প্রবেশ করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বেআইনি ও অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। এর আগে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইমরান খানের মুক্তি, সরকারের পদত্যাগ এবং সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী বাতিলের দাবিতে গত ২৪ নভেম্বর ইসলামাবাদ অভিমুখে রওনা দেন পিটিআইয়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। তবে ইসলামাবাদের রেড জোন এবং ডি চকে পৌঁছানোর পর পুলিশ, রেঞ্জার্স এবং সেনা সদস্যদের হাতে ব্যাপক ধরপাকড়ের শিকার হন পিটিআইয়ের নেতাকর্মীরা। ধরপাকড়ের এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে সরে যান আন্দোলনের শীর্ষ দুই নেতা খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপোর এবং ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

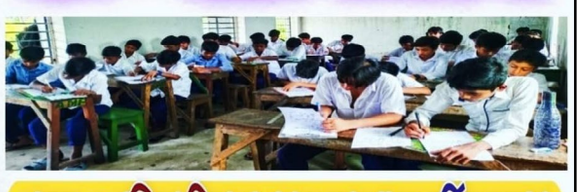

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

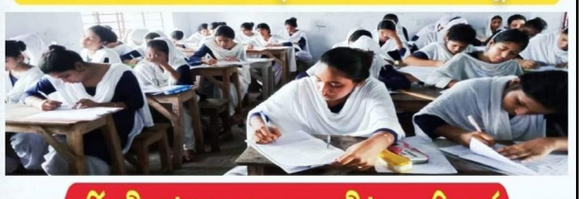

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯০৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২২ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

মানবাধিকার

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদে বড় বড় হরফে লিখা রহিয়াছে, 'জন্মগতভাবে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।' ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সম্মানার্থে ১০ ডিসেম্বরকে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' হিসাবে পালন করার রেওয়াজও চলিয়া আসিতেছে সুদূর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে। বলিতে হয়, বিশ্বব্যাপী বেশ ঘটা করিয়াই পালিত হয় দিবসটি। এই নিরিখে হিউম্যান রাইটস বা 'মানবাধিকার' শব্দটি বহুল আলোচিত ও প্রচলিত হইলেও আজিকার বিশ্বে দুঃখজনকভাবে এই মানবাধিকারই অধিক সমালোচিত বিষয়। স্বতঃসিদ্ধ ও অলঙ্ঘনীয় হইলেও সভ্যতার একেবারে শুরু হইতেই ইহা লইয়া চলিয়া আসিতেছে বাগিবতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মানবাধিকারের সংজ্ঞা ও সীমারেখা লইয়া বড় বড় কথা বলা হয় বটে, তথাপি জনগণের স্বীকৃত অধিকারগুলি পর্যন্ত অবলীলায় হরণ ও দমন করিবার ঘটনা ঘটিতেছে দেশে দেশে। শক্তিশালী জাতির হাতে দুর্বলরা মার খায়, বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এইরূপ আচরণ মানবাধিকারকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

মরমি কবি লালন সাঁইয়ের অন্তর্দৃষ্টি, 'অনন্ত রূপ সৃষ্টি করিলেন সাঁই, শুনি মানব রূপের উত্তম কিছু নাই'। তাহা হইলে এই উত্তম রূপ মানবই আরেক মানবকে অধিকারবঞ্চিত করিতে পারে কী প্রকারে? গৃহকোণ হইতে রাষ্ট্রীয় আওতা পর্যন্ত পদে পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় কী করিয়া? 'জীবনের একমাত্র অর্থ মানবতার সেবা করা'–লিও তলস্তয়ের এই আহ্বানের সদুত্তরেই-বা আমরা কী বলিতে পারি? সত্যি বলিতে, বর্তমান বিশ্বে আইনের শাসনের ব্যত্যয়ই অধিক লক্ষণীয়, যাহা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের জন্য অধিক দায়ী। বিশ্বব্যবস্থার এক ক্রান্তিলগ্নে ও বিশৃঙ্খল মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী কেমন যেন অমানবিক হইয়া গিয়াছে! ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের মধ্যেও ফিলিস্তিনের গাজায় মানবতার কবর রচিত হইতে দেখিতেছি আমরা। সংঘাত-সংকট চলিতেছে বিশ্বের আরো অনেক প্রান্তে। যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসা এই সকল সংকটের যেন কোনো সুরাহা নাই! এই ব্যর্থতার দায় কাহার? যুদ্ধবিগ্রহের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও বাস্তুচ্যুত হইবার ঘটনার মধ্য দিয়া বারংবার মানবতার পরাজয় ঘটিতেছে–ইহারই-বা শেষ কোথায়?

অর্থাত্, যত কথাই বলা হউক, প্রকৃত অর্থে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই মানবাধিকার। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর নহে। এই সকল দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি সকল সময়ই উদ্বেগজনক। এই সকল জনপদে রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত রহিয়াছে অদ্যাবধি, যাহা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উপরন্তু, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক পরিবেশ বিদ্যমান থাকে না। দালাই লামার ভাষায়, 'বিশ্ব এই নেতার, সেই নেতার কিংবা সেই রাজা বা রাজপুত্র বা কোনো ধর্মীয় নেতার নয়; বরং পৃথিবী হইল একমাত্র মানবতার।' ইহাই আসল কথা। মানুষ জন্মগ্রহণই করে মানবাধিকারের পতাকা হাতে লইয়া। সেইখানে একজন আরেকজনকে অধিকারবঞ্চিত করিবার সুযোগ পাইবে কেন? এই ক্ষেত্রে দোষ তো আমাদেরই। কারণ, ধরণিবক্ষে সীমানা তুলিয়া বিভেদের দেওয়াল গড়িয়াছি আমরাই। অঞ্চলের গণ্ডিতে ভূপ্রকৃতিকে আটকাইয়া হানাহানি, সংঘর্ষ শুরু করিয়াছি আমরাই। ইহার ফলে যে মানুষের জন্মগত অধিকার মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছে; অন্যায়, পাপ হইতেছে, তাহার প্রতি যেন ভ্রুক্ষেপই নাই।

মানবাধিকারের কথা বলিতে গেলে ১২১৫ সালে সম্পাদিত ম্যাগনাকার্টা, সপ্তদশ শতকে স্বাক্ষরিত পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস, খিষ্ট্রপূর্বাব্দকালের প্রথম মানবাধিকার সনদ সাইরাস সিলিন্ডার প্রভৃতি প্রসঙ্গ সামনে আসিবে। মানবাধিকারের প্রকৃত ভিত্তি হিসাবে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স.) কর্তৃক মদিনা সনদ ঘোষণাও অগ্রগণ্য, যাহাকে আখ্যায়িত করা হয় পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংবিধান হিসাবে। উপরন্তু, মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে মানবাধিকারের কথা সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সর্বোপরি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষানির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করিবার কথা বলিয়াছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা–'তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বাছাই করা হইয়াছে, মানবের কল্যাণের জন্য' (সুরা আল-ইমরান : ১১০)। সুতরাং, মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও অধিকারগুলি বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে সকলকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

ইউক্রেন যুদ্ধে কৌশল কাজে আসছে না

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধকে একটি আমেরিকান যুদ্ধ বলা যেতে পারে এবং এই যুদ্ধ শুরুর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই আঙুল উঠবে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের হাত ধরে। তারা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন ২০২২ সালে রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি শান্তিচুক্তি বাতিল করেন এবং চুক্তি বাতিল হলে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে। এই চুক্তি ছিল একটি বিশাল নথি, যার প্রতিটি পৃষ্ঠা উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত ছিল। ক্রেমলিন ও কিয়েভ উভয়ের কাছেই এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত বাইডেন ও জনসনের পরামর্শে তা বাস্তবায়িত হয়নি। লিখেছেন অ্যান্ড্রু পি. ন্যাপোলিতানো।

ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধকে একটি আমেরিকান যুদ্ধ বলা যেতে পারে এবং এই যুদ্ধ শুরুর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই আঙুল উঠবে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের হাত ধরে। তারা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন ২০২২ সালে রুশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি শান্তিচুক্তি বাতিল করেন এবং চুক্তি বাতিল হলে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে পারবে। এই চুক্তি ছিল একটি বিশাল নথি, যার প্রতিটি পৃষ্ঠা উভয় পক্ষের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত ছিল। ক্রেমলিন ও কিয়েভ উভয়ের কাছেই এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত বাইডেন ও জনসনের পরামর্শে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

তাদের পরামর্শ ছিল জেলেনস্কি যেন তাদের সামরিক সহায়তার ওপর ভরসা করেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পশ্চিমা সামরিক শক্তি এতটাই শক্তিশালী যে তা রাশিয়ার যে কোনো হামলা প্রতিরোধ করতে পারবে এবং কিয়েভকে আর মস্কোর সঙ্গে কোনো ধরনের ছাড় দিতে হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জেলেনস্কিকে একটি কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই কৌশলের পেছনে কোনো শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল না কোনো মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ন্যায়বিচারের কথা। বরং এই পরামর্শের পেছনে ছিল রাশিয়ার প্রতি গভীর ঘৃণা ও প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব।

এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য শান্তির পরিবর্তে সংঘাতকে উসকে দেয় এবং আলোচনার পরিবর্তে যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেয়। এদিকে মার্কিন কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণার কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে শুরু করছিল। বছরের পর বছর ধরে চলা রুশ-বিরোধী মনোভাব ও প্রচারণার কারণে কংগ্রেস তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে এমন একটি যুদ্ধে অর্থায়ন করল, যা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনো হুমকি ছিল না।

এই যুদ্ধের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ২০১৪ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও সিআইএ ইউক্রেনের একটি নির্বাচিত ও নিরপেক্ষ সরকারকে সরিয়ে দেয়। এই অভ্যুত্থানের পর পূর্ব ইউক্রেনের রাশিয়ান ভাষাভাষী ও রাশিয়া- সংস্কৃতিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হয়। পূর্ব ইউক্রেনের এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ান সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার প্রভাবাধীন ছিল। এমনকি এই অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আগ থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীরা আশা করেছিলেন যে, ইউক্রেনের জনগণ এই পরিবর্তন মেনে নেবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এমনকি যখন তারা বুঝতে পারলেন, এই অভ্যুত্থান ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, তখনো তারা চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারা ইউক্রেনের সরকারকে ইইক্রেনের সেসব জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর অনুমতি দিলেন, যারা মস্কোর প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করেছিল। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, ক্রিমিয়া অঞ্চলের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দেয়। এই পুরো ঘটনার মধ্যে একজন ব্যক্তি, যিনি চুপ করে থাকতে পারেননি, তিনি হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

রাশিয়ার দিক থেকে চিন্তা করলে আসলে পুতিনকে দোষ দেওয়া যায় না। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র জানত যে ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ রাশিয়া মেনে নেবে না। জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ প্রশাসন রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ন্যাটো পূর্ব দিকে এগোবে না। পূর্ব ইউরোপে শান্তিপূর্ণ মুক্তি এবং জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণের বিনিময়ে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পোল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় এবং ন্যাটো তার ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মস্কোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

পুতিন তার পূর্বসূরির এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং ২০১৪ সালের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীদের চিন্তাভাবনা দেখে নড়েচড়ে বসেন। তিনি রাশিয়ান ইউক্রেনীয়দের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। যখন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইস্তানবুলে আলোচিত রাশিয়া-ইউক্রেন চুক্তি ভেঙে দেয় এবং ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদের প্রলোভন দেখায়, তখন পুতিনের সামনে একমাত্র বিকল্প ছিল ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রুশশক্তি ব্যবহার করা। এমন পরিস্থিতিতে পুতিনের প্রতিক্রিয়ার দিকে আঙুল তোলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? একটু ভেবে দেখুন, যদি মেক্সিকোতে চীন অস্ত্র মজুদ করতে শুরু করে, তাহলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

এই ইতিহাসটি যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশি প্রচলিত নয়। মূলধারার গণমাধ্যম ও সরকারি স্কুলগুলো বরাবরই স্নায়ু যুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে রাশিয়াকে 'খলনায়ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে রাশিয়াকে খলনায়ক হিসেবে দেখার এই চিন্তাধারার সুযোগ নিয়ে বাইডেন জেলেনস্কিকে প্রতিশ্রুতি দেন, 'যতদিন প্রয়োজন, যা কিছু দরকার, আমরা দেব।' তবে বাইডেন কখনোই স্পষ্ট করে বলেননি যে, এই সাহায্য কতদিন চলবে এবং তা দিয়ে ঠিক কী অর্জন করা হবে।

বাইডেনের এই যুদ্ধ মার্কিন করদাতাদের প্রায় ২৪০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে এবং ইউক্রেনের ৬ লাখ সৈনিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এই যুদ্ধ কখনো কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। এটির পরিচালনায় ইউক্রেনে অনেক আমেরিকান সেনা, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও প্রতিরক্ষা কন্ট্রাক্টর জড়িত। অধিকাংশ সামরিক সরঞ্জাম যুক্তরাষ্ট্রের মূল সম্পদ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং ইউক্রেনীয় সেনাদের প্রশিক্ষণের জন্য মার্কিন সেনাদেরকেই ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্প্রতি বাইডেন এমন অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন, যা রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত করতে সক্ষম এই অস্ত্র পরিচালনা শুধু মার্কিন সেনা এবং গোপন প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব। এর মাধ্যমে রাশিয়ার ১২০ কিলোমিটার ভেতরে একটি গোলাবারুদের গুদাম ধ্বংস করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, যুক্তরাষ্ট্র কোনো আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এটি এমন এক যুদ্ধ, যেখানে জাতিসংঘের কোনো সম্মতি নেই।

যুদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের একটি মাধ্যম। কিন্তু এটি সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পথ। এই পথ সব সময়ই শেষ অবলম্বন হওয়া উচিত। অন্য পথ খোলা থাকলে কখনোই যুদ্ধের পথে হাঁটা উচিত না। তাই সংবিধানে ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা ও যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির প্রণেতা জেমস ম্যাডিসন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি প্রেসিডেন্টরা নিজেরাই শত্রু নির্বাচন ও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন, তাহলে তারা প্রেসিডেন্ট নয়, ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্স হয়ে উঠবেন। জো বাইডেনের প্রেসিডেন্সি একটি ব্যর্থ প্রশাসনের উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি হয়তো ভাবছেন, ইতিহাস তাকে সম্মানের চোখে দেখবে, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনকে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করেন। কিন্তু এখন যুদ্ধের পরিবর্তে দরকার শান্তিপ্রিয় নেতৃত্বের, যা অবিলম্বে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে কি আমরা এমন শান্তিপ্রিয় প্রশাসনের আশা করতে পারি?

এই যুদ্ধের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ২০১৪ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও সিআইএ ইউক্রেনের একটি নির্বাচিত ও নিরপেক্ষ সরকারকে সরিয়ে দেয়। এই অভ্যুত্থানের পর পূর্ব ইউক্রেনের রাশিয়ান ভাষাভাষী ও রাশিয়া- সংস্কৃতিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হয়। পূর্ব ইউক্রেনের এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ান সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার প্রভাবাধীন ছিল। এমনকি এই অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আগ থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীরা আশা করেছিলেন যে, ইউক্রেনের জনগণ এই পরিবর্তন মেনে নেবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এমনকি যখন তারা বুঝতে পারলেন, এই অভ্যুত্থান ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, তখনো তারা চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারা ইউক্রেনের সরকারকে ইইক্রেনের সেসব জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর অনুমতি দিলেন, যারা মস্কোর প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করেছিল। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, ক্রিমিয়া অঞ্চলের জনগণ গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দেয়। এই পুরো ঘটনার মধ্যে একজন ব্যক্তি, যিনি চুপ করে থাকতে পারেননি, তিনি হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

লেখক: নিউ জার্সি সুপিরিয়র কোর্টের সাবেক বিচারক নিউ জার্সি

হেরাল্ড থেকে অনুবাদ

ব্রেন্ডান কেলি

চিনের অতি উৎপাদন বিশ্বে উত্তেজনা বাড়াবে

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর বাড়ানোর হুমকি শিগগিরই আন্তর্জাতিক খবরে বড় শিরোনাম হতে পারে। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে চীনের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা বা ওভার ক্যাপাসিটিও একটি দীর্ঘমেয়াদি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সংবাদমাধ্যমে বড় জায়গা দখল করবে। উন্নত এবং উদীয়মান দেশগুলো সম্প্রতি চীনের পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপ করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় চীনও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রণোদনা দিয়েছে। ফলে আগামী কয়েক বছরে চীনের অতি উৎপাদনের এই সমস্যা কোন দিকে গড়াবে, তা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, বৈশ্বিক ভূরাজনীতির ওপর এই সংকট বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওভার ক্যাপাসিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে শুল্ক আরোপ করার এক মাস পর গত ২৯ অক্টোবর ইউরোপও চীনের উৎপাদিত বিদ্যুচ্চালিত গাড়ির (ইভিএস) ওপর শুল্ক বসায়। এই পদক্ষেপগুলো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেও, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের দায়ের করা অভিযোগ (যেখানে চীন তুরস্কের ইভিএস শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে) অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এই মামলা চীনের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চীন উদীয়মান বাজারগুলোকে উন্নত অর্থনীতির পথ অনুসরণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেও তা এখন পর্যন্ত করতে পারেনি।

এদিকে বিদেশের মাটিতে চীনের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চীনের ভূমিকা বদলে যাচ্ছে।

চীনের সাম্প্রতিক প্রণোদনা পরিকল্পনা দেখাচ্ছে, সরকার দেশের দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা স্বীকার করলেও অর্থনীতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য তারা চেষ্টা করছে না। এর ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ আবার বাড়তে পারে। কারণ, ট্রাম্প চীনা পণ্যে ৬০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বসানোর কথা আগাম ঘোষণা করে বসে আছেন। চীনের অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রভাব অন্য বড় অর্থনীতিতে বেশি পড়বে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, চীনের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক বিরোধ বাড়ছে। ইইউ যেসব চীনা বিদ্যুচ্চালিত গাড়িতে শুল্ক বসিয়েছে, সেটিকে 'সবে শুরু' বলা যেতে পারে। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে এই শুল্ক নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও ভবিষ্যতে আরও বড় পদক্ষেপ দেখা যেতে পারে।

উন্নত দেশগুলোর দিকে থেকে চাপ আসার কারণে বাধ্য হয়ে চীনের রপ্তানিকারকেরা এখন তাদের পণ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠাচ্ছে। কারণ, ২০২৩ সালে চীনের রপ্তানির ৫০ শতাংশের বেশি এই দেশগুলোর কাছে গেছে। সামনে চীনের রপ্তানি আরও বাড়বে। ফলে বড় বড় দেশগুলোর সঙ্গে চীনের বাণিজ্যঘাটতি বাড়বে। এই দেশগুলো চীনের সস্তা পণ্য ও বিনিয়োগ থেকে লাভ পাচ্ছে। কিন্তু তারা চীনের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। এ কারণে তাদের নিজস্ব শিল্পের উন্নতিসাধন কঠিন হয়ে পড়ছে।

ট্রাম্প চীনের ওপর নতুন আমদানি শুল্ক আরোপ করার এবং অন্যান্য দেশ থেকে আমদানির ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর ফলে চীনের রপ্তানি আরও বেশি করে উদীয়মান বাজার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে চলে যাবে। এটি চীনের ওপর বিশ্ববাণিজ্যব্যবস্থার নির্ভরশীলতা বাড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে সমস্যা তুলে ধরেছে। তারা শুল্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাধ্যমে চীনা শিল্পের এই সমস্যার মোকাবিলা শুরু করেছে। আশার বিষয় হলো চীনা কোম্পানিগুলো তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কমিয়েছে। কারণ, অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম এবং অতিরিক্ত পণ্য রপ্তানি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে এই সমস্যা সমাধানে আরও কঠোর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং নতুন নীতি দরকার। জি-৭ দেশগুলোর একযোগে কাজ করার গতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চীন থেকে পণ্য আমদানিতে নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং শ্রমবিষয়ক পর্যালোচনা বাড়বে।

চীন বিদেশি বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। এটি তার বাণিজ্যিক অংশীদারেরা স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

ব্রেন্ডান কেলি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চীনা অর্থনীতিবিষয়ক সাবেক পরিচালক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপে অনুবাদ

প্রথম নজর

শান্তি সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে বর্ধমানের পথে পথে স্বপন দত্ত বাউল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সুষ্ঠু সমাজ গঠনের লক্ষ্যে, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে পথে নামেন পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল।

রাজ্যের দুলক্ষ লোকশিল্পী বাউলদের মধ্যে স্বপন দত্ত বাউল অনন্য, যিনি বছরের পর বছর সমাজ সচেতনতা, কুসংস্কার দূরীকরণ, এবং শান্তি সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের জিটি রোডে গোলাপবাগ ও সরাইটিকর অঞ্চলে তার পরিবেশনায় মুখরিত হয়ে ওঠে "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান"।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিসহ বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের সম্মাননায় ভূষিত এই শিল্পী বলেন, "মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জাতপাত, বিদ্বেষ, হিংসা ভুলে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সকলের রক্তের রং এক – সুতরাং আমরা সবাই একই জাতি, একই প্রাণ।" তার এই মহতী বার্তা শুনে পথচারী ও বিশিষ্টজনেরা মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করেছেন।

স্বপন বাউল বলেন, "মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলাই আমার কাজ। এক হয়ে, সচেতন হয়ে, এবং একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারি।" বাংলাদেশ সরকারের সম্মাননায় ভূষিত, লালন ফকিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই শিল্পীর গানে উঠে এসেছে শান্তি ও মানবিকতার অনবদ্য বার্তা।

হরিয়ানার ম্যানেজমেন্ট সংস্থার পড়ুয়ারা কৈখালি এলেন প্রশিক্ষণ নিতে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ভারত সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়া করণ দপ্তরের অধীনস্থ জাতীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ এবং হরিয়ানার এন আই এফ টি এমের ম্যানেজমেন্ট সংস্থার ২০ জন ছাত্র ছাত্রী (গ্রাজুয়েট ট্রেনি) ও একজন অধ্যাপিকা তাদের কোর্সের একটি অংশ হিসেবে সুন্দরবনের গ্রামের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের উন্নততর ব্যবস্থা,ফুড প্যাকেজিং, বিপনন, স্বাস্থ্যবিধি রুপায়ন বিষয়ে সমীক্ষা মূলক কাজে আসেন। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের একটি অংশিধারী গ্রাম কুলতলির কৈখালির বনঘেরিতে দশ দিনের একটি কার্যক্রমে অংশ নেন তাঁরা।এটি ১৯ শে নভেম্বর থেকে শুরু হয় এবং শেষ হবে ২৯ শে নভেম্বর।বিভিন্ন রাজ্যের এই সমস্ত গ্রাজুয়েট ট্রেনিরা বনঘেরি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়া করণের বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট হাতে কলমে শেখানোর চেষ্টা করেন,যেমন বিভিন্ন সবজির (টমেটো,শসা সহ অন্যান্য) আচার, জেলি তৈরি,সুন্দরবনের বিভিন্ন রকমের মাছ ও চিংড়ির আচার তৈরি, ধান বা চাল থেকে বিভিন্ন রকম খাদ্য তৈরীর প্রযুক্তি ইত্যাদি। এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড: চন্দন কুমার মন্ডল বলেন,এন আই এফ টি এমের মত একটি সংস্থার সাথে আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কাজ করার যে সুযোগ পাচ্ছে তাতে আমাদের সুন্দরবন এলাকার কৃষিজীবী মানুষদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও প্রযুক্তি হাতে-কলমে শেখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এই এলাকার উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেবে। এই ১০ দিনের কার্যক্রমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে দেখাশুনা করছেন ডঃ মানসী চক্রবর্তী।তিনি বুধবার বললেন,খাদ্য প্রক্রিয়া করণের অনেক সুযোগ আমাদের রয়েছে। আর এরা এগিয়ে এসে সেই কাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এর ফলে কাজের সুযোগ বাড়বে সুন্দরবন বাসীর।

প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষক

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: ঢোলা হাটের রামচন্দ্রনগর এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক ও সলামী আলোচক মরহুম আব্দুল হামিদ (৭৯) পরলোকগমন করেছেন (ইন্না লিল্লাহি...)। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে তিনি ১৯৪৫ সালে রামচন্দ্রনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামীক শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কর্মজীবনে কেদো রামচন্দ্রনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সালে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নেন।পেশায় শিক্ষক হয়েও তিনি মানুষদের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষার অভাব অনুধাবন করে ১৯৭৪ সালে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভালো ইসলামি বক্তা হিসেবে সুখ্যাতি ও অর্জন করেছিলেন। মৃত্যু কালে মরহুম রেখে যান সহধর্মিনী সহ চারজন পুত্র, চার জন কন্যা ও অনেক নাতি পুতি। বর্তমান দুজন ছেলে শিক্ষক। তাঁর জানাজায় বহু মানুষের উপস্থিতি ছিল।

চুঁচুড়ায় যুবক খুনে একসঙ্গে ৭জনকে ফাঁসির আদেশ কোর্টের

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়ার যুবক বিষ্ণু মাল খুনে ঐতিহাসিক রায় দিলেন মহামান্য আদালত, ৭ জনের ফাঁসি ১ জনের ৭ বছরের সাজা , প্রায় ৪ বছর আগে নৃশংস ভাবে খুন হয়ে যান চুঁচুড়ার রায়বেড়ে এলাকার বিষ্ণু মাল নামে এক যুবক। খুন করে শরীরের টুকরো টুকরো দেহাংশ চারিদিকে ফেলে দেওয়া হয়, বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিশ।

চুঁচুড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিশাল দাস দলবল নিয়ে ওই যুবককে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ। মামলার বিচার পর্ব চলেছে চুঁচুড়া আদালতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর বিষ্ণুকে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। তার পরে চাঁপদানি এলাকার একটি বাড়িতে তাঁকে খুন করে দেহ ছ'টুকরো করে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

পরে বিশালকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ৩ পুলিশ কর্মী। দির্ঘ ৪ বছর ধরে হুগলি চুঁচুড়া জেলা সদর আদালতে মামলা চলার বিষ্ণু মালের হত্যাকাণ্ডের ৯ জনকে ২৫ তারিখ দোষী সাব্যস্ত করলেন মহামান্য আদালত , আজ ২৮ তারিখ সাজা ঘোষনার দিন নির্ধারিত করা হয়েছিল আদালত থেকে, আজ মহামান্য আদালত বিশালকে ও তার সমস্ত সাথিদের মধ্যে মোট ৭ জনকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয় একজনকে ৭ বছরের সাজা ও একজনকে বেকশুর খালাশ, এই রায়কে জেলার ইতিহাসে এক দৃষ্টান্তমূলক রায় বলেই মনে করছেন সকলে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি মেলা শুরু হল

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কার্যালয় ক্ষুদ্র,ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামের সুভাষ ময়দানে উদ্বোধন হলো নবম তম বর্ষ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি মেলা।শুক্রবার থেকে শুরু হবে মেলা।চলবে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত। এবছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১২২ টি স্টল বসেছে।বিভিন্ন হাতের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে স্টল গুলো বসেছে।বৃহস্পতিবার এই খাদি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সভাপতি কল্লোল খাঁ,বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বীণা মন্ডল,জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ,জেলা পরিষদের নারী শিশু উন্নয়ন ত্রাণ ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বিবি,জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার ও সেখ ফারাদিবা, মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, বারাসাত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি,পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মৃদুল হালদার,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিল্প কেন্দ্রের মহাপ্রবন্ধক সমিত চ্যাটার্জি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের আধিকারিক পিনাকী দত্ত সহ আরও অনেকে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের এই দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি বলেন,গত বছর ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার কেনাবেচা হয়েছিল খাদি মেলা থেকে।আমরা আশা করছি এবছর কেনাবেচার ক্ষেত্রে গতবারের টাকার পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে। জেলা খাদি মেলা প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বড়ঞায় এবার ভ্রাম্যমান পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বাড়ি গিয়ে অভিযোগে শুনতে বড়ঞা থানার পুলিশের ভ্রাম্যমান পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র আর কষ্ট করে থানায় পৌঁছাতে হবে না। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না ডায়েরি লেখাতে। থানার লোকজনই এবার বাড়ি আসবে, সরাসরি শুনবে অভিযোগ। ভ্রাম্যমান পুলিশি ব্যবস্থা চালু করল বড়ঞা থানার পুলিশ। থানায় আসতে কয়েক ঘন্টা লেগে যায়, তাই অনেক সময় অভিযোগ জানাতে দেরি হয়ে যায়, সমস্যায় পড়েন বড়ঞা থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা। এবার তাদের সুবিধের কথা ভেবে ভ্রাম্যমান থানার সূচনা হল এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, বড়ঞা থানা এলাকা থেকে এই ভ্রাম্যমান পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র সূচনা করা হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টে পর্যন্ত খোলা থাকবে। বড়ঞা ব্লকের অঞ্চলে অনেকের বাড়ি থেকে থানা, দূরে। আসতে অনেক সময় লেগে যায়। সময়মতো যানবাহন পেতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বহু এলাকাবাসী নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে থানায় আসতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে বাসিন্দারা থানায় এসে পৌঁছলেও পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। এই পুলিশি ব্যবস্থায় এবার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে বলে মনে করছেন বড়ঞা থানার বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, "প্রশাসন পাড়ায় আসায় এলাকা অনেকটা শান্ত থাকবে। থানায় যাওয়ার সময় ও অর্থ দুই বাঁচবে। থানায় গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। বাড়িতে পুলিশ এলে কথাগুলো নির্ভয়ে বলতে পারব ।

প্রাইমারি স্কুলে খাদ্য মেলা, খুশি পড়ুয়ারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির দয়ালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিনব উদ্যোগ। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজন করা হয় খাদ্য মেলা।

এদিন সকাল ১১টায় শুরু হয় এই খাদ্য মেলা। বিভিন্ন ধরনের খাবারের মোট সতেরোটি স্টল করা হয় এই মেলায়। পড়ুয়াদের পাশাপাশি একটি স্টল শিক্ষক-শিক্ষিকারাও করেন। খাবার কিনতে ভিড় জমায় পড়ুয়া, অভিভাবকসহ গ্রামের সাধারণ মানুষেরা। সব থেকে ভালো খাবারের স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খাদ্য মেলাটি বেশ উৎসাহের সঙ্গে উপভোগ করতে দেখা যায় পড়ুয়াদের। বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতেই এই উদ্যোগ।

এছাড়াও আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি হস্তশিল্প মেলার আয়োজন করার চিন্তাভাবনা নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় অভিভাবক সহ অনেকেই।

পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি লোকপুর থানার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ এর পরিচালনায় ও স্থানীয় থানার ব্যবস্থাপনায় এদিন বৃহস্পতিবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হয়।

সাবধানে গাড়ি চালান, নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান।মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালাবেন না। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার ও কানে হেডফোন লাগাবেন না। মাথায় হেলমেট দিয়ে গাড়ি চালাবেন ।ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার ব্যানার সহযোগে এবং মাইকিং করে পথচলতি মানুষ ও গাড়ীর চালকদের সচেতন করেন। এছাড়া ট্রাফিক নিয়মগুলি মেনে চলার বিষয়েও সকলকে অবগত করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এএসআই নয়ন ঘোষ, এএসআই ট্রাফিক গোলাম মৌলা আবুল হায়দর, স্থানীয় সমাজসেবী দীপক শীল প্রমুখ।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সল্টলেকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: পঞ্চাশ হাজার শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে করুনাময়ীতে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন ২০২২ টেট উত্তীর্ন প্রার্থীরা।হুইল চেয়ারে বসে চাকরিপ্রার্থী শহরজান লস্কর বলেন গত মঙ্গলবারও শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম আজও পথে নেমেছি।আমাদের মানসিক শক্তি টুকু সম্বল কিন্তু নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি না দেবার জন্যে সেই শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলছি।চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন মুখ্যমন্ত্রী লোকসভা ভোটের সময়ে সরকারি দপ্তরে দশ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের পঞ্চাশ হাজার শূন্যপদ থাকলেও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছেনা।বিদেশ গাজি বলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে শূন্যপদ চেয়ে পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষাদপ্তরের থেকে শূন্যপদ জানানো হয়নি, এরই প্রতিবাদে আজকের অবস্থান বিক্ষোভে আমরা সামিল হয়েছি। অবস্থান বিক্ষোভ শেষে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল যুগ্ম অধিকর্তা মহাদেব সোরেন মহাশয়ের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

আলোচনায় জানা যায় সরকার স্কুল শিক্ষাদপ্তরকে নির্দেশ দিলেই শূন্যপদ পর্ষদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপরেই পর্ষদ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে পারবে।

হরিণের মাংস, চামড়া পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার পাথরপ্রতিমায়

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: বনদপ্তরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন জঙ্গল থেকে হরিণ শিকার করে তার চামড়া এবং মাংস খোলা বাজারে বিক্রি করতো অভিযুক্ত।

বনদপ্তরের কর্মীরা একাধিকবার জাল পেতেও অভিযুক্তের সন্ধান পায়নি। এবার ক্রেতা সেজে বনদপ্তরে পাতা জালে হরিণের মাংস এবং চামড়া সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পাথরপ্রতিমা বনদপ্তর এর আধিকারিকেরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম তপন দাস অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির বাড়ি পাথরপ্রতিমা থানার বরদাপুর এলাকায়।

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ২৭ কেজি হরিণের মাংস এছাড়াও উদ্ধার হয় বেশ কিছু হরিণের চামড়া। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ মহাকুমার আদালতে পেশ করে পাথরপ্রতিমা বনদপ্তরের আধিকারিকেরা। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন্য আইনে মামলা রুজু করেছে পাথরপ্রতিমা বনদপ্তর এর আধিকারিকেরা। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির দাবি তিনি হরিণের মাংস নয় তিনি বন্য শুয়োরের মাংস বিক্রি করেন। কিন্তু অভিযুক্তর এই তথ্য মানতে নারাজ বনদপ্তরের কর্মীরা। বনদপ্তরের মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা রকার পর জানিয়ে দেয় এটি কোন বন্য শুয়োর নয় এটি হরিণের মাংস। যদিও কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের আইনজীবী র সব্যসাচী দাস বলেন, গতকাল পাথরপ্রতিমা বনদফতরের আধিকারিকেরা তপন দাস নামে এক ব্যক্তিকে হরিণের মাংস এবং চামড়া বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেফতার করে।

'বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত' আলোচনা বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত এই প্রসঙ্গে এলমহার্স্ট ইনস্টিটিউটের একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এটি বহু পুরাতন ইনস্টিটিউট যেখানে বিগত ৪১ বছর ধরে বীরভূম জেলা ছাড়াও বাঁকুড়া, বর্ধমান বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়নের ভাবনা নিয়ে সার্বিক উন্নয়নের যে ভাবনা এই নিয়ে এলমহার্স্ট ইনস্টিটিউট কাজ করে। এই ইনস্টিটিউটের মূল কাজের ধারা হচ্ছে মহিলা এবং শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন। সেটা স্বাস্থ্য হতে পারে এবং তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটানো জন্য হতে পারে বা মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য হতে পারে এবং তাদের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য হতে পারে এরকম নানা ধরনের কাজ করছে এই ইনস্টিটিউট। এছাড়া ১০৯৮ চাইল্ড লাইনের মাধ্যমেও কাজ করেন যেমন শিশুরা কোন বিপদে পড়লে তাদেরকে সেলটার দেওয়া বা তাদেরকে উদ্ধার করা এই ইনস্টিটিউ পুণ্য ভূমিকা আছে। পরবর্তীকালে অ্যাক্সেসেস টু জাস্টিস কাজ শুরু হয়। এই কাজগুলি বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের তরপে হচ্ছিল কিন্তু এবার থেকে হিউম্যান এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ভারত সরকারের হিউম্যান এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অধিগ্রহণ করেছে। কারণ তাদের চিন্তাভাবনা বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়তে হবে। সেই শপথ গ্রহণ গতকাল থেকে নেওয়া হয়েছে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটি দিল্লি থেকে হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েতে একেবারে নিচুস্তর থেকে। এমনকি উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তর যেমন বিভিন্ন স্তরের মানুষজন এবং বিভিন্ন স্তরের এন জিও রা এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি সকলে মিলে এই বাল্যবিবাহ বিরুদ্ধে শপথ নিয়েছেন। এদিন এই ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাধব রঞ্জন সেনগুপ্ত বীরভূম জেলা কো-অডিনেট অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ফর চিলড্রেন প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পরীক্ষায় টুকলিতে বাধা, বীরভূমের কলেজে তাণ্ডব

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পরীক্ষায় টুকলিতে বাধা পেয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল বীরভূমের মল্লারপুরের টুরকু হাঁসদা লপসা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়ে। এই ছবি বীরভূমের মল্লারপুরের টুরকু হাঁসদা লপসা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়ে। গতকাল ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ জেনারেল, দ্বিতীয় সিমেস্টারের সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজের পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছে মল্লারপুরের টুরকু হাঁসদা লপসা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়ে। কলেজ সূত্রে খবর, পরীক্ষা চলাকালীন বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, টুকলি করতে না পেরে সেই আক্রোশে পরীক্ষার্থীদের একাংশ কলেজে ভাঙচুর চালান। পরীক্ষার হলে ২ টি সিলিংফ্যান ভেঙে বেঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। শৌচালয়ের পাইপ থেকে কল গায়েব! নাগাড়ে পড়ে চলেছে জল।

বেলডাঙার কলেজে সাহিত্যানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বেলডাঙা

আপনজন: বেলডাঙ্গার এসআরএফ কলেজের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হল 'প্রতিচ্ছবি' ও 'সোঁদামাটি' পত্রিকা আয়োজিত সাহিত্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ফিরোজ হোসেন, অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড: আজিজুল বিশ্বাস, বেলডাঙ্গা থানার আইসি জামালউদ্দিন মন্ডল, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাউল সৌমেন বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিরা। শুরুতেই 'প্রতিচ্ছবি' ও 'সোঁদামাটি' পত্রিকা দুটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন সম্মানীয় অতিথিরা। পত্রিকার কপি সবার হাতে তুলে দেন দুই পত্রিকার দুই সম্পাদক দীননাথ মন্ডল এবং কবিরুল ইসলাম কঙ্ক। দুই পত্রিকার পক্ষ থেকে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি ফিরোজ হোসেন, বাউল সংগীত শিল্পী সৌমেন বিশ্বাস এবং আরও বিশিষ্ট ছয়জন ব্যক্তিকে। এরপর বাষট্টি-জন কবি স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন। বাউল গান পরিবেশন করেন সৌমেন বিশ্বাস ও শুভাশিস ফকির। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রাজকুমার শেখ এবং কবিরুল ইসলাম কঙ্ক।

শিয়াখালায় ঈদ প্রীতি সম্মেলন

আপনজন: সম্প্রতি শিয়াখালা শ্রীপতিপুর ইসলামিক কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে ঈদ প্রীতি সম্মেলন ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ছাড়াও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও কেরাত গজল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল শিয়াখালায়। উক্ত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ৬৬ জন রক্ত প্রদান করেন। চক্ষু পরীক্ষা ৩০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা কুড়ি জন হেলথ চেকআপ করান।

ছবি: সেখ আবদুল আজিম

জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সাবেক সিটি ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন সাবেক ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার মিখেইল কাভেলাশভিলি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কাভেলাশভিলি দেশটির ক্ষমতাসীন দল ড্রিম পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন।

ফুটবলার থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী ও ফিফার বর্ষসেরা হওয়া একমাত্র আফ্রিকান খেলোয়াড় জর্জ উইয়াহ। এবার জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন কাভেলাশভিলি।

ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে ৫৩ বছর বয়সী কাভেলাশভিলি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত খেলে ২৮ ম্যাচে করেছেন ৩টি গোল। অভিষেক ম্যাচে ইউনাইটেডের কাছে ৩-২ গোলে হারের ম্যাচে করেছিলেন করেছিলেন একটি গোল। ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জর্জিয়ার জাতীয় দলের হয়ে ৪৬ ম্যাচে ৯ গোল করেন তিনি।

জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট জনগণের সরাসরি ভোটে নয়; নির্বাচিত হয় সংসদ সদস্য, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ৩০০ সদস্যের ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে। যেহেতু ইলেকটোরাল কলেজের বেশির ভাগ ভোটারই ক্ষমতাশীল জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির, কাভেলাশভিলি মনোনয়ন পেয়েছেন সেই দল থেকে। আর তাতেই আগামী ১৪ ডিসেম্বরের নির্বাচনে কাভেলাশভিলির জয় পাওয়াটা একদমই নিশ্চিত হয়ে গেছে। কাভেলাশভিলির ড্রিম পার্টি গত ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

ইস্টবেঙ্গল লিগের 'লাস্টবয়', তাও প্লে অফ-এর স্বপ্ন দেখছেন অস্কার

আপনজন ডেস্ক: সাত ম্যাচ পরেও ইস্টবেঙ্গলের ঝুলিতে মাত্র ১ পয়েন্ট। আইএসএল-এর একেবারে শেষে থাকা ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো যদিও আশাবাদী প্লে অফে যাওয়ার ব্যাপারে। কীভাবে লাল-হলুদ প্রথমবার শেষ ছয়ে যেতে পারে সে অঙ্কও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে আপাতত, সে বিষয় নিয়ে না ভেবে, ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। দলকে ব্রুজোর বার্তা, 'এ বছর আমাদের চারটে হোম ম্যাচ আছে। সেগুলো জিততেই হবে। তাছাড়া দু'টি অ্যাওয়ে ম্যাচও আছে। বছর শেষের আগে একটিও ম্যাচ হারলে চলবে না। তাহলেই আমরা প্রথম ছয়ের কাছে চলে আসব।' কোচের এই হিসাব মেলাতে শুক্রবার নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জিততেই হবে লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। সেই ম্যাচের রণকৌশল কেমন হতে পারে, সেটারও কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছে। রক্ষণাত্মক রণনীতিতে বিশ্বাসী নন স্প্যানিশ কোচ। মাদিহ তালালদের তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, 'শুরুতেই গোল তুলে নিয়ে ওদের চাপে ফেলে দাও। গোল পাওয়ার পর আমরা শুধু রক্ষণ আগলে ম্যাচ বের করে নেব, এমনটা নয়। ঘর গুছিয়ে প্রতি আক্রমণে ম্যাচের বাকি সময় খেলার মানসিকতা রেখো না। ৯০ মিনিটই ওদের চাপে রাখতে হবে। হাই প্রেসিং ফুটবল খেললে ওরাও লং বল খেলার চেষ্টা করবে। তাতে সমস্যা নেই। দু'প্রান্তে আমাদের গতিশীল ফুটবলার আছে।' অনুশীলনেও সেই পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। মূলত ৪-৩-৩ ছকে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করাচ্ছেন অস্কার। মহম্মদ রাকিপ, লালচুংনুঙ্গা, আনোয়ার আলি ও হেক্টর ইয়ুস্তেকে নিয়ে রক্ষণ সাজান ব্রুজোন। হেক্টর ও হিজাজি মাহেরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাচ্ছেন। মাঝমাঠে ছিলেন সৌভিক চক্রবর্তী, সল ক্রেসপো ও জিকসন সিং। আর আক্রমণভাগে পিভি বিষ্ণু ও তালাল দু'প্রান্ত দিয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের উদ্দেশে নাগাড়ে ক্রস ভাসাচ্ছেন। আইএসএল-এর লিগ টেবিল পাশাপাশি সেটপিস কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও জোর দিতে চাইছেন অস্কার। আর সেখান থেকেই তিন পয়েন্ট তোলা লক্ষ্য স্প্যানিশ কোচের। এখনও অবধি এ মরসুমে আইএসএল-এর একটাও ম্যাচ জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। একটা পয়েন্ট এসেছে গত ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে ড্র করে। সেই ম্যাচে ৯ জনে খেলেও লাল-হলুদ ডিফেন্স গোল দুর্গ রক্ষা করায় অনেকটাই আত্মবিশ্বাস পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেখান থেকেই তা ঘুরে দাড়াতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল।

কোচিংয়ে ফিরলেন ল্যাম্পার্ড

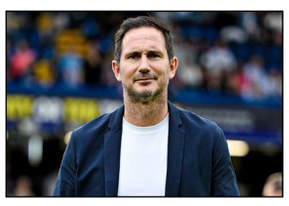

আপনজন ডেস্ক: কোচিং ক্যারিয়ারের ৬ বছর হলেও পায়ের নিচে এখনো শক্ত মাটি পাননি ফ্র্যাংক ল্যাম্পার্ড। ফলে গেল দেড় বছর অবসর সময় কাটাতে হয়েছে তাকে। তবে আবারও ডাগআউটে দাঁড়াচ্ছেন ইংল্যান্ড ও চেলসির কিংবদন্তি। ল্যাম্পার্ডকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে দ্বিতীয় স্তরের দল কভেন্ট্রি সিটি।

৪৬ বছর বয়সী সাবেক মিডফিল্ডারের সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তি করেছে ক্লাবটি। মার্ক রবিনসনের শূন্যস্থান পূরণ করবেন তিনি। চ্যাম্পিয়নশিপে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে এ মাসের শুরুতেই রবিনসনকে বরখাস্ত করে কভেন্ট্রি। ২০২৪-১৫ মৌসুমে দলটি ১৭ ম্যাচে মাত্র ৪ জয় পেয়েছে তার অধীনে।

রেলিগেশন জোন থেকে ২ পয়েন্ট উপরে আছেন কভেন্ট্রি। বর্তমানে ১৭ নম্বরে আছে তারা। প্রায় ৮ বছর দলটির দায়িত্ব সামলিয়েছেন রবিনসন।

৪২ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ৪২ রানেই গুটিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে মাত্র ১৩.৫ ওভারেই লন্ডভন্ড হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস। শ্রীলঙ্কার টেস্ট ইতিহাসে এটি সর্বনিম্ন রান।

একই সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও কোনো দলের সর্বনিম্ন। আর বলের দিক থেকে শ্রীলঙ্কার ইনিংসটি টেস্ট ইতিহাসের দেড় শ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। আজকের আগে টেস্টে শ্রীলঙ্কার সর্বনিম্ন রান ছিল ৭১; ১৯৯৪ সালে ক্যান্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ডসহ টেস্ট খেলুড়ে ৯টি দলেরই ৫০ রানের মধ্যে অলআউট হওয়ার 'রেকর্ড' ছিল এত দিন। বাকি ছিল টেস্টের নতুন দল আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে (৫১ আছে) ও শ্রীলঙ্কা। আজ ডারবানের কিংসমিডে শ্রীলঙ্কাকে পঞ্চাশের কমে অলআউটের সেই বিব্রতকর তালিকায় ঢুকিয়ে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়া ডানহাতি পেসার মার্কো ইয়ানসেন ৬.৫ ওভার বল করে ১৩ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট, যা চলতি শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারদের মধ্যে সেরা। শ্রীলঙ্কার ১১ ব্যাটসম্যানের মধ্যে মাত্র ২ জন দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পেরেছেন। শূন্য রানে আউট হয়েছেন ৫ জন।

দুই টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে আজ ছিল দ্বিতীয় দিন। স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ১৯১ রানে গুটিয়ে দিয়ে বেশ স্বস্তিতেই ছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু আনন্দ মিলিয়ে যেতে শুরু করে ব্যাটিংয়ের তৃতীয় ওভার থেকে। ওই ওভারের শেষ বলে কাগিসো রাবাদার বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন দিমুথ করুনারত্নে। পরের ওভারে ইয়ানসেন এসে স্লিপে ক্যাচ বানিয়ে ফেরান পাতুম নিশাঙ্ককে। ৩ বলের মধ্যে দুই ওপেনারের বিদায়ের পথ ধরে শুরু হয় একের পর এক ব্যাটসম্যানের আসা-যাওয়ার খেলা।

অবশ্য ১৬ রানে চতুর্থ উইকেটের পতনের পর কামিন্দু মেন্ডিস ও ধনাঞ্জয়া কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। স্কোরবোর্ডে যখন ৩২ রান, মেন্ডিসকে প্রথম স্লিপে ক্যাচ বানিয়ে জুটি ভাঙেন জেরাল্ড কোয়েৎজি।

ওই ৩২ রানেই শ্রীলঙ্কা হারায় ষষ্ঠ, সপ্তম, এমনকি অষ্টম উইকেটও। টেস্টের সর্বনিম্ন রান (২৬, নিউজিল্যান্ড) অবশ্য ততক্ষণে পেছনে। তবে ৩২ রানে ৮ উইকেট হারানোর পর পঞ্চাশের কমে অলআউট হওয়ার শঙ্কা জেগে ওঠে প্রবলভাবেই। লাহিরু কুমারা ও বিশ্ব ফার্নান্ডো ১০ রানের একটি জুটি গড়লেও ইয়ানসেন এসে ২ বলের মধ্যে তুলে নেন শেষ ২ উইকেটই। শ্রীলঙ্কা থামে ১৩.৫ ওভারে ৪২ রানে, টেস্ট ইতিহাসে এর চেয়ে কম রানের স্কোর আছে মাত্র পাঁচটি।

আর টেস্ট ইতিহাসে এর চেয়ে কম বলের ইনিংস আছে একটিই– ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এজবাস্টন টেস্টে ১২.৫ ওভার বা ৭৫ বলে ৩০ রানে অলআউট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

এ যাত্রায় শ্রীলঙ্কাকে সেটি গছিয়ে দিতে না পারলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ঠিকই তাদের বিপক্ষে সর্বনিম্ন রানে অলআউটের অস্বস্তিতে ফেলেছে এশিয়ান দেশটিকে। প্রোটিয়ারা এর আগে সর্বনিম্ন ৪৫ রানে অলআউট করতে পেরেছিল নিউজিল্যান্ডকে, ২০১৩ সালে কেপটাউন টেস্টে। শ্রীলঙ্কাকে ৪২ রানে গুটিয়ে দিয়ে প্রথম ইনিংসে ১৪৯ রানের লিড নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেটে ১৩২ রান নিয়ে মাঠ ছেড়েছে টেম্বা বাভুমার দল। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে ২৮১ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৯১ ও ১৩২/৩ (মার্করাম ৪৭, বাভুমা ২৪*, স্টাবস ১৭*; জয়াসুরিয়া ২/৪৮)। শ্রীলঙ্কা: ১ম ইনিংসে ৪২ (কামিন্দু ১৩, কুমারা ১০*; ইয়ানসেন ৭/১৩, কোয়েৎজি ২/১৮)। --- দ্বিতীয় দিন শেষে।

মেসিকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত রাখতে চায় মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির আগমন ছিল ঐতিহাসিক এক ঘটনা। মেসির আগমন আমূল বদলে দিয়েছে দেশটির ফুটবলকে। জনপ্রিয়তা, অর্থনীতি এবং মর্যাদার দিক থেকেও যুক্তরাষ্ট্রে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে খেলাটি।

২০২৩ সালের জুনে মায়ামির সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তি সম্পন্ন করেন মেসি। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের মৌসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত মায়ামির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। আর চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছরটাই হতে যাচ্ছে মায়ামিতে মেসির শেষ বছর।

এখন নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই মায়ামিতে মেসির চুক্তি নবায়নের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, মেসির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি নবায়নের জন্য এখন দর-কষাকষি করছে মায়ামি। শেষ পর্যন্ত এই দর-কষাকষি ফলপ্রসূ হলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেসিকে দেখা যাবে মায়ামিতে। এরই মধ্যে মেসিকে ধরে রাখার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন ক্লাবটির অন্যতম মালিক হোর্সে মাস। বলেছেন, তাঁদের ইচ্ছা মেসিকে ২০২৬ পর্যন্ত ধরে রাখা। এখন পর্যন্ত চুক্তি পাকা না হলেও যেকোনো মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে বলে মনে করেছেন এএস। শুধু এএসই অবশ্য নয়, আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসও জানিয়েছে, মেসিকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মায়ামি। পাশাপাশি মায়ামিতে মেসি ভালো আছেন বলেও জানা গেছে।

মেসির সঙ্গে মায়ামির চুক্তি বাড়ানোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত হতে পারে হাভিয়ের মাচেরানোর ক্লাবটিতে কোচ হয়ে আসা। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন কোচ জেরার্দো মার্তিনোর বিদায়ের পর ক্লাবটির নতুন কোচ করা হয়েছে আরেক আর্জেন্টাইন ও মেসির সতীর্থ মাচেরানোকে।

অনেকের ধারণা সাবেক এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের কোচ হয়ে আসার পেছনে বিশেষ প্রভাব আছে মেসির। তেমনটা হলে মেসির চুক্তি বাড়ানোর বিষয়টিও একেবারে অযৌক্তিক নয়। ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত মেসির মায়ামিতে থাকার আরেকটি বড় কারণ হতে পারে বিশ্বকাপ। ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে মেসিকে চান আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনিসহ দলের খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন সময় মেসি নিজেও বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর মেসি যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলেন, তবে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে থাকাটা আর্জেন্টিনাকে বাড়তি সুবিধা দেবে। এখন শেষ পর্যন্ত মেসির চুক্তি নিয়ে নতুন কোনো খবর আসে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

চার মেরে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন ক্রিকেটার, হাসপাতালে মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ এএস ট্রফিতে গতকাল মুখোমুখি হয়েছিল লাকি বিল্ডার্স অ্যান্ড ডেভেলপার ও ইয়ং একাদশ। মহারাষ্ট্রের অরঙ্গাবাদের গারওয়ার স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নামা লাকি বিল্ডার্সকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন অধিনায়ক ইমরান প্যাটেল। ষষ্ঠ ওভারের শেষ দুই বলে চার মেরে এই ওপেনার দলকে পৌঁছে দেন ৪৫ রানে।

কিন্তু কে জানত, পরপর দুই বলে চার মারা ইমরানের খুব কাছেই তখন অপেক্ষা করছিল মৃত্যু। টানা দুই চারের পর মাঠের বাইরে থাকা সতীর্থরা যখন আনন্দিত, মাঠে থাকা প্যাটেল অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন।

অসুস্থতা না কমায় প্যাটেল আম্পায়ারকে গিয়ে জানান, তাঁর ঘাড় ও হাতে ব্যথা করছে। ওষুধ খাওয়ার জন্য আম্পায়ারের কাছ থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতিও নেন তিনি।

আইপিএল: মেগা নিলাম শেষে শক্তিমত্তায় এগিয়ে কারা, দুর্বলতা কোথায়

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের মেগা নিলামের আগে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলে ৪৬ ক্রিকেটার ধরে রেখেছিল। সৌদি আরবের জেদ্দায় দুই দিনের মেগা নিলাম থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো কিনেছে আরও ১৮২ ক্রিকেটার। খেলোয়াড় হাঁকডাকের এই আয়োজনে এবার খরচ হয়েছে ৬৩৯ কোটি ১৫ লাখ রুপি।

পছন্দ অনুযায়ী খেলোয়াড় কিনতে পারায় বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকই খুশি। তবে দলে কিছু ঘাটতিও রয়ে গেছে। নিলাম শেষে ১০ দল কেমন হলো, তা এরই মধ্যে জেনে গেছেন। তবে শক্তিমত্তায় এগিয়ে কোন দল, কোন দলের দুর্বলতা কোথায়, তা নিয়ে এখনো সেভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি।

স্কোয়াড অনুযায়ী শক্তিমত্তা-দুর্বলতার ভিত্তিতে দলগুলোর রেটিং করা হলো–

গুজরাট টাইটানস

১০/১০

শক্তিমত্তা

পেস আক্রমণ: অভিজ্ঞ কাগিসো রাবাদা, ইশান্ত শর্মা, মোহাম্মদ সিরাজদের সঙ্গে জেরাল্ড কোয়েৎজি, প্রসিধ কৃষ্ণা ও আরশাদ খান।

স্পিন বিভাগ: রশিদ খানের সঙ্গে দারুণ ছন্দে থাকা ওয়াশিংটন সুন্দর। আছেন ঘরোয়ায় পরীক্ষিত স্পিনার সাই কিশোর।

উদ্বোধনী জুটি: শুবমান গিলের সঙ্গে আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা জস বাটলার।

ফিনিশিংয়েও দুর্দান্ত: শেরফান রাদারফোর্ডের সঙ্গে দুই ভারতীয় রাহুল তেওয়াতিয়া ও শাহরুখ খান।

দুর্বলতা

নেই বললেই চলে।

পাঞ্জাব কিংস

৯/১০

শক্তিমত্তা

পরীক্ষিত অধিনায়ক: দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে শ্রেয়াস আইয়ারের। গত মৌসুমে তাঁর অধিনায়কত্বে কলকাতা শিরোপা জিতেছিল। এবার তাঁকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দিতে পারে পাঞ্জাব।

অভিজ্ঞদের পেছনে ব্যয়: আইপিএলে অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিতদের কিনতে প্রচুর টাকা ঢেলেছে। তাঁরা আস্থার প্রতিদান দিতে চাইবেন।

নির্ভরযোগ্য ভারতীয় খেলোয়াড়: শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, শশাঙ্ক সিং, বিজয়কুমার বৈশাখ।

অলরাউন্ডারে পরিপূর্ণ: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মার্কাস স্টয়নিস, মার্কো ইয়ানসেন।

তরুণ প্রতিভা: প্রভসিমরান সিং, মুশির খান, প্রিয়াংশ আর্য।

দুর্বলতা

বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা।

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস

৯/১০

শক্তিমত্তা

ভারতের 'বিগ ফাইভ': বর্তমান অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া, সাবেক রোহিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা, তারকা ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরা এবং আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের দুজন তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদব।

বৈচিত্র্যময় স্পিন আক্রমণ: বাঁহাতি মিচেল স্যান্টনার, লেগ স্পিনার কর্ণ শর্মা, রহস্য বোলার আল্লাহ গজনফর।

পেস আক্রমণ: যশপ্রীত বুমরা ও ট্রেন্ট বোল্টের সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া, দীপক চাহার, রিস টপলি, লিজাড উইলিয়ামস।

এক্স-ফ্যাক্টর: তরুণ নমন ধীর ও উইল জ্যাকস।

দুর্বলতা

হার্দিক পান্ডিয়া ছাড়া কোনো ফিনিশার নেই।

দিল্লি ক্যাপিটালস

৮.৫/১০

শক্তিমত্তা

নেতৃত্বগুণ: ফাফ ডু প্লেসি ও লোকেশ রাহুল।

নির্ভরযোগ্য বিদেশি খেলোয়াড়: ডু প্লেসির সঙ্গে জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, মিচেল স্টার্ক, ট্রিস্টান স্টাবস, হ্যারি ব্রুক, দুষ্মন্ত চামিরা, ডোনোভান ফেরেইরা।

বিকল্প খেলোয়াড়: মোহিত শর্মা, সামির রিজভি, করুণ নায়ার।

পরীক্ষিত ভারতীয় বোলার: অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, থাঙ্গারাসু নটরাজন, মুকেশ কুমার।

তরুণ প্রতিভা: স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার বিপ্রজ নিগম।

দুর্বলতা

নির্ভরযোগ্য কোনো ফিনিশার নেই।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

৮.৫/১০

শক্তিমত্তা

সব বিভাগেই পরীক্ষিত খেলোয়াড় আছে।

অসাধারণ স্পিন আক্রমণ: সুনীল নারাইন, বরুণ চক্রবর্তী, মায়াঙ্ক মারকান্ডে।

অলরাউন্ডারে টইটম্বুর: সুনীল নারাইন, আন্দ্রে রাসেল, মঈন আলী, রমনদীপ সিং, ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

টপ অর্ডারে শক্তি বাড়ানো: কুইন্টন ডি কক, অংকৃশ রঘুবংশী।

ভারতের দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানকে ফেরানো: অজিঙ্কা রাহানে, মনীশ পান্ডে।

নিখাদ গতি: উমরান মালিক, আনরিখ নর্কিয়া, হর্ষিত রানা।

দুর্বলতা

অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে আছে দ্বিধা। স্কোয়াডে এমন কেউ নেই, যাঁর আইপিএলে অন্তত এক মৌসুম অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা আছে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

৭.৫/১০

শক্তিমত্তা

নতুনত্ব: দলটা পুনর্গঠন করা হলেও বেশ ভালো।

বিপজ্জনক টপ অর্ডার: ফিল সল্ট, বিরাট কোহলি, রজত পতিদার, জ্যাকব বেথেল।

মিডল অর্ডারে হার্ড হিটারের আধিক্য: লিয়াম লিভিংস্টোন, জিতেশ শর্মা, ক্রুনাল পান্ডিয়া।

অভিজ্ঞ পেস আক্রমণ: জশ হ্যাজলউড, ভুবনেশ্বর কুমার।

তরুণ প্রতিভা: যশ দয়াল, রাসিখ সালাম।

দুর্বলতা

বিশ্বমানের স্পিনার নেই: সুয়াশ শর্মা, স্বপ্নিল সিং।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

৭/১০

শক্তিমত্তা

বিস্ফোরক টপ অর্ডার: ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান।

মিডল অর্ডারও বিপজ্জনক: হাইনরিখ ক্লাসেন, নীতীশ রেড্ডি, অভিনব মনোহর।

পরীক্ষিত দুই লেগ স্পিনার: অ্যাডাম জাম্পা, রাহুল চাহার।

বিকল্প পেসার: মোহাম্মদ শামি ও হর্শাল প্যাটেলের সঙ্গী হতে পারেন জয়দেব উনাদকাট ও সিমারজিত সিং।

দুর্বলতা

অভিজ্ঞ দুই পেসার ভুবনেশ্বর কুমার ও থাঙ্গারাসু নটরাজনকে ধরে না রাখা।

মিডল অর্ডার ও লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাকআপ নেই।

চেন্নাই সুপার কিংস

৭/১০

শক্তিমত্তা

সব বিভাগেই কার্যকর খেলোয়াড় আছে।

দুর্দান্ত স্পিন আক্রমণ: রবীন্দ্র জাদেজা ও নুর আহমেদ। ফেরানো হয়েছে 'চেন্নাইয়ের সন্তান' রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে।

অতীতে যাঁদের নিয়ে শিরোপা জিতেছে, তাঁদের অনেককেই ফেরানো হয়েছে।

তরুণ প্রতিভা: ব্যাটসম্যান আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, পেসার অংশুল কাম্বোজ, পেসার গুরজপনিত সিং, হার্ড হিটিং অলরাউন্ডার রামকৃষ্ণ ঘোষ।

পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ভারতীয়: বিজয় শংকর, রাহুল ত্রিপাঠী, দীপক হুদা, শ্রেয়াস গোপাল।

দুর্বলতা

ফিনিশিংয়ের সেই মহেন্দ্র সিং ধোনির ওপরই অতিমাত্রায় নির্ভরতা।

রাজস্থান রয়্যালস

৬.৫/১০

শক্তিমত্তা

ধরে রাখা খেলোয়াড়দের সবাই টপ পারফর্মার: সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সোয়াল, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমায়ার, রিয়ান পরাগ, সন্দীপ শর্মা।

বিস্ফোরক টপ ও মিডল অর্ডার: স্যামসন, জয়সোয়াল, পরাগ, হেটমায়ার।

দুর্বলতা

স্পিন আক্রমণ বিদেশিনির্ভর: ওয়াননিন্দু হাসারাঙ্গা, মহীশ তিকশানা।

পেস আক্রমণে ভারতের পরীক্ষিত কেউ নেই।

ফিনিশিংয়ে ঘাটতি।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস

৬/১০

শক্তিমত্তা

একই দলে দুই বিস্ফোরক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান: ঋষভ পন্ত, নিকোলাস পুরান।

ব্যাটিং বিভাগ বিশ্বমানের: পন্ত-পুরান ছাড়াও আছেন মিচেল মার্শ, এইডেন মার্করাম ও ডেভিড মিলার।

অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার: মার্শ ও মিলার।

নির্ভরযোগ্য ভারতীয় পেসার: মায়াঙ্ক যাদব, আবেশ খান, আকাশ দীপ।

দুর্বলতা

উদ্বোধনী জুটি পরীক্ষিত নয়: কুইন্টন ডি কক, লোকেশ রাহুলরা চলে যাওয়ায় ওপেন করতে পারেন এইডেন মার্করাম ও অনভিজ্ঞ ম্যাথু ব্রিটজকে।

বিদেশি পেসারের সংকট: শামার জোসেফ ছাড়া বিদেশি পেসার নেই। জোসেফও খুব একটা অভিজ্ঞ নন।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি

MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB

দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে

ভর্তির সু-পরামর্শ

9804281628 /8100057613

CHECKMATE CAREER

DESIGNING FUTURE

Park Circus Kolkata

www.checkmatecareer.com

ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**